লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭১ বর্ষ ■ ১৯তম সংখ্যা

২ বৈশাখ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ ■ ১৮ রবিউস সানি, ১৪৩০ হিজরি

১৫ শাহাদাত, ১৩৮৮ হি. শা. ■ ১৫ এপ্রিল, ২০০৯ ঈসাব্দ

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুৎবা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শত্রুর প্রতি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহৎ আচরণ

আমরা কোথায় চলেছি! ফিরে দেখা সময়ের দাবী

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর

দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

চট্টগ্রাম জামাতের ২৯ তম সালানা জলসায় উপস্থিত দর্শকবৃন্দের একাংশ,
ইনসেটে মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবকে জলসায় বক্তৃতারত দেখা যাচ্ছে।

নারায়নগঞ্জ জামাতের ৫ম সালানা জলসায় উপস্থিত দর্শকবৃন্দের একাংশ,
ইনসেটে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে জলসায় বক্তৃতারত দেখা যাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

শুভ হোক নববর্ষ

১৪১৬ বঙ্গাব্দের শুভ পদার্পনে আমরা আমাদের পাঠক বৃন্দ ও সকল শুভানুধ্যায়ীদের অভিনন্দন জানাই। এ নববর্ষে দূর হোক পুরনো বছরের সব দুঃখ কষ্ট আর নববর্ষ বয়ে আনুক আমাদের সবার জন্য সুখ-শান্তি ও স্বস্তিভরা দিন। মুঘল সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা নববর্ষ প্রবর্তন করেছিলেন। ঋতু পরিক্রমায় বৈশাখকে বিবেচনা করা হয় শস্য রোপনের মাস হিসেবে। বৈশাখে খরতপ্ত মাঠ নবধারাজলে সিঞ্চিত হলে কৃষক জমিতে হালকর্ষণ করে বীজ বোনে, আশায় বুক বাঁধে সোনালি ফসলের। পহেলা বৈশাখে দোকানিরা সারা বছরের হিসাব কষতে হালখাতা খোলে।

যুগ যুগ ধরে এই দেশের চাষী-মজুর, কামার-কুমোর, তাঁতি-জেলে নববর্ষ বরণ করে আসছে প্রাণবন্ত উৎসবের আবহে। বৈশাখ আসে বাঙালি জীবনে নতুন শস্যের আবাহন নিয়ে। বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে গ্রামগঞ্জে মেলা বসে নানা পসরা সাজিয়ে, ঘোড়দৌড়ও হয়। সেই প্রাণপ্রবাহ আজ ম্রিয়মান হলেও অন্যতম জাতীয় উৎসব হিসেবে পরিণত হয়েছে। এটি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের সম্মিলনে এক প্রাণের উৎসবে রূপ নিয়েছে।

দেশ ও সমাজ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক আর সমগ্র জাতি অর্জন করুক উন্নয়ন ও অগ্রগতি, নববর্ষ সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি ও আনন্দ আর দূর হোক সব হিংসা-বিদ্বেষ ও গ্লানি, সবাই ফিরে পাক প্রকৃত সুখের নীড়। বাঙালির ঐতিহ্য- প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক- আরও সুদৃঢ় হোক, এটাই আমাদের কামনা।

প্রীতিপূর্ণ এক আহ্বান

নববর্ষের অনাবিল এই আনন্দ ধারায় আমরাও সিক্ত। সেই সাথে এই আনন্দ ধারা আমাদের আরও পুলকিত করেছে এ কারণে যে, আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তির পর আমাদের জাতীয় জীবনে এটাই প্রথম বৈশাখ। বৈশাখের রৌদ্রকরজ্জল তাপদাহে তপ্ত ধরণী যেমন সঞ্চিত তাপশক্তি ধারণ করে পরবর্তীতে বর্ষার বারিধারায় হয়ে ওঠে সুজলা সুফলা, তেমনি ধর্ম জগতে নিষ্ফলা এক কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঘটে গেছে এক মহা বিপ্লব।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আবির্ভূত হয়েছেন মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.) আর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে খিলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াতের ধারায় আহমদীয়া খিলাফত। সেই খিলাফতের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া কালে বৃটেনের এক্সেল সেন্টার-এ সকলকে সম্বোধন করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন–

অ-আহমদীরাও চায়, তাদের মাঝে যেন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় তারা এর আবশ্যকতা উপলব্ধি করে; কিন্তু এদের মাঝে এটি প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। কেননা, মনগড়াভাবে তারা এটিকে সংজ্ঞায়িত করে। আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে গ্রহণ না করে এরা নিজেদের মনগড়া খিলাফত চাপিয়ে দিতে চায়। অতএব তাদের ভীতির অবস্থা শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন হওয়া এবং তাদের মাঝে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিভাবে সম্ভব? এটি আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কার। আল্লাহ্ তাআলা এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মু'মিনদের ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে যেভাবে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেন; তেমনিভাবে তাঁর মনোনীত খলীফার হৃদয় থেকে সব ধরনের জাগতিক ভীতি দূর করে ভয়ের মোকাবিলা করার শক্তি প্রদান করেন। প্রত্যেক কঠিন মুহূর্তে তিনি স্বীয় অনুগ্রহের আশ্বাসবাণী শুনান, যেন যুগ খলীফা জামা'তকে শান্তনা দিতে পারেন। সুতরাং জাগতিক পরিকল্পনা কি ঐশী পরিকল্পনার মোকাবিলা করতে পারে?

মসীহ্ ও মাহদীর অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দয়া উথলে উঠবে আর শত্রু যতই ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করুক, যতই আনন্দের ঢোল-বাদ্য বাজাক, এই চিরস্থায়ী 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' মসীহ্‌র অনুসারীদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে-যা প্রত্যেক ভীতির সময়ে তাদের নিরাপত্তার শুভ সংবাদ দিতে থাকবে। আর এটি আল্লাহ্ তাআলার তকদীর এবং এমন তকদীর-যা অটল-যা প্রকৃত মু'মিনদের নিয়তি। নীচমনা কিছু লোক, কতক বখাটে-যারা নিজেদেরকে বড় জ্ঞানী মনে করে, তারা এই তকদীরকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

সুপ্রিয় পাঠক! মহান আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে অটল ও অমোঘ এই তকদীরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার তৌফিক দান করুন।

১৫ এপ্রিল ২০০৯

সূচী পত্র

	পৃষ্ঠা নং
● কুরআন শরীফ	২
● হাদীস শরীফ	৩
● অমৃত বাণী	৪
● জুমুআর খুতবা ঃ *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৫-১২
● শত্রুর প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মহৎ আচরণ মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান	১৩-১৪
● হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.)	১৫-২১
● হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২২-২৩
● আমরা কোথায় চলেছি! ফিরে দেখা সময়ের দাবী আনোয়ার আহমদ	২৪-২৫
● স্থানীয় জামা'তের সালানা জলসার প্রতিবেদন	২৬-২৭
● সংবাদ	২৮-৩২
● কৃষি পাতা	৩৩-৩৪
● বইয়ের তালিকা	৩৫
● দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে	৩৬

প্রচ্ছদ : তারেক আহমদ (সবুজ)

কুরআন শরীফ

সূরা হুদ-১১

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর নূহ্ তার প্রভু-প্রতিপালককে ডেকে বলল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং তোমার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। আর তুমি বিচারকদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। তিনি বললেন, 'হে নূহ্! সে[১৩১৮] কখনো তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিঃসন্দেহে সে ছিল সর্বতোভাবে অসৎকর্মপরায়ণ[১৩১৯]। অতএব তুমি আমার কাছে তা চেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আমি উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্গত না হয়ে যাও।'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার (যথাযথ) জ্ঞান নেই সে বিষয়ে যেন আমি তোমাকে প্রশ্ন না করি সেজন্য আমি তোমারই আশ্রয় চাই। আর[১৩২০] তুমি আমার প্রতি দয়া না দেখালে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে একজন (বলে) গণ্য হয়ে যাবো।

১৩১৮। তফসীরাধীন আয়াত মতে বুঝা যায় যে, শুধু তারাই নূহ (আ.)-এর পরিবারভুক্ত ছিলেন, যাঁরা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। 'ইন্নাহু' শব্দের হু সর্বনামটি নূহ (আ.)-তাঁর অসাধু পুত্রের জন্য যে দোয়া করেছিলেন তা 'গায়ের সালেহ্' অর্থাৎ স্থানোপযোগী ছিল না, এই অর্থেও হতে পারে।

১৩১৯। 'আমালুন' (কর্ম) এখানে 'যু আমালিন্' অর্থাৎ কর্মকর্তারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন ভাবের তীব্রতা বুঝাবার জন্য অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সক্রিয় ক্রিয়া বিশেষণ পদে ব্যবহার করা আরবী ভাষার বাগধারায় প্রচলিত রয়েছে। দেখুন সূরা বাকারার ১৭৮ আয়াতে 'বির্‌র' (অর্থ পুণ্য) শব্দটি পুণ্যবান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন এক আরব কবি স্বীয় উটনী সম্বন্ধে বলছে ইন্নামা হিয়া ইক্‌বালুন ওয়া ইদবারু অর্থাৎ (নিজ শাবক হারিয়ে) সে এমনই অস্থির হয়ে পড়ল যেন উষ্ট্রী স্বয়ং সম্মুখে ও পশ্চাতে ধাবিত গতিতেই রূপান্তরিত হয়ে গেল। এস্থলে 'মসদর' 'ইস্‌মে ফায়েল' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩২০। এ আয়াতে নবীদের 'ইস্তেগফার' করার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যায়। এস্থলে হযরত নূহ (আ.) তাঁর পুত্রকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রকাশ করায় কোন পাপ করেন নি। এটা শুধু মানব সুলভ ভুল বিবেচনা মাত্র। এতদ্‌সত্ত্বেও নূহ (আ.) 'ইস্তেগফার' বরলেন। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় 'ইস্তেগফার' করাটা সর্বদাই পাপের প্রমাণ নয়। এর দ্বারা মানবীয় দুর্বলতা বা ভুল সিদ্ধান্তের কুফল হতে বাঁচার জন্য দীনতার সাথে আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করাও বুঝায়।

হাদীস শরীফ

আমল (কর্ম)

কুরআন ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, সে ভবিষ্যতের জন্য কি সঞ্চয় করেছে। তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আমল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত" (আল হাশর ঃ আয়াত ১৯)।

হাদীস ঃ হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন, "বুদ্ধিমান সে, যে নিজের হিসাব নেয় (পর্যালোচনা বা আত্মজিজ্ঞাসা করে)। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর অসহায় সে, যে নিজ প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুবর্তিতা করে এবং খোদা তাআলার কাছ থেকে আশা রাখে যেন তিনি তার কামনা বাসনা পূর্ণ করেন।"

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে জানা যায় যে, আমাদের জীবন ইহকাল পর্যন্ত সীমিত নয় বরং মৃত্যুর পরও এক জীবন আছে। পরকালের জীবন ইহকালের জীবনের প্রতিচ্ছায়া আর এই জীবন তৈরী হয় ইহলৌকিক জীবনের কর্ম দ্বারা। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, তোমরা পরকালের জন্য কী সঞ্চয় করছ তা দেখ, আর এই সঞ্চয় তাক্‌ওয়া ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তাক্‌ওয়া আমলকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে।

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, বুদ্ধিমান হও। আর বুদ্ধিমানের পরিচয় হলো, সর্বদা আত্ম-জিজ্ঞাসায় লিপ্ত থাকা, নিজ কর্মের হিসেব-নিকেশ করতে থাকা, আর এভাবেই তোমরা নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারবে। হতভাগা সে, যে কামনা-বাসনার অধীনে জীবন যাপন করে। কামনা-বাসনার অধীনে চললে আমল থাকে না। কেননা, কামনা-বাসনা তাক্‌ওয়া হতে দূরে ঠেলে দেয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "তোমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধারণ তওবা, কদাচিৎভাবে আদায়কৃত কানা-খোঁড়া নামায অথবা রোযা দ্বারা হতে পারে না। আধ্যাত্মিক অবস্থাকে পরিপাটি করার জন্য ও এই বাগানের ফল খেতে হলে এই বাগানকে সময় মত খোদার দরবারে নামায আদায় করে নিজ চোখের পানি দ্বারা সিঞ্চন কর এবং আমলে সালেহ্‌র নদীর পানির দ্বারা এই বাগানকে উর্বর কর যাতে করে এটি শস্য-শ্যামলপূর্ণ হয়। ফুলে ফলে পূর্ণ হয় যেন তোমরা এর ফল ভক্ষণ করতে পার। স্মরণ রেখ, আমলে সালেহ্ ব্যতিরেকে ঈমান অসম্পূর্ণ ঈমান (হিসেবে থেকে যায়)। পূর্ণ ঈমান থাকলে আমলে সালেহ্ সম্পাদিত না হবার কারণ কী? নিজ ঈমান ও বিশ্বাসকে পূর্ণ কর নতুবা কোন কাজ হবে না। মানুষ তো নিজের ঈমানকে পূর্ণাঙ্গীন করে না আর অভিযোগ করে অঙ্গীকারকৃত পুরষ্কার কেন পাচ্ছি না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গীকার করেছেন যে, সেই ব্যক্তি, যে খোদার দৃষ্টিতে মুত্তাকী হিসেবে পরিগণিত হয় তাকে আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বিপদ হতে মুক্তি দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযক প্রদান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না যে, কোত্থেকে ও কেমন করে তা আসে! খোদা তাআলার এই অঙ্গীকার সত্য এবং আমাদের ঈমান যে, খোদা তাআলা নিজ অঙ্গীকার পূর্ণকারী, অতীব দয়াকারী ও সম্মানিত....। (মলফূযাত, ৫ম খন্ড)

আল্লাহ্ তাআলা করুন আমরা যেন সবাই নিজ আমলকে সুন্দর করি আর খোদার দৃষ্টিতে মুত্তাকী হই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

তুমি যদি অজ্ঞদের মত ঈসার অবতরণের অর্থ তাঁর আক্ষরিক অর্থে আসা কর, তাহলে বিষয়টা তোমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে এবং তুমি পথ নির্ধারণে বড় ভুল করবে। কেননা কুরআনের আয়াত থেকে ঈসার মৃত্যু প্রমাণিত আর বিশ্ব-রসূল (সা.)-এর তফসীরের আলোকে 'তাওয়াফ্‌ফীর' অর্থ সুস্পষ্ট। এখানে এ কথার অন্য ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। অতএব খাতামান্নাবীঈন (সা.) 'নযূল' শব্দের এমন কোন অর্থ করেন নি যা নিশ্চিত বা একমাত্র অর্থ সাব্যস্ত হতে পারে, বরং কুরআনে ও শ্রেষ্ঠ রসূলের 'আসারে' তা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটি 'তাওয়াফ্‌ফী' শব্দের বিপক্ষে কিভাবে যেতে পারে? কেননা এর অর্থ নবী (সা.) ও ইবনে আব্বাসের উক্তির আলোকে স্পষ্ট হয়ে গেছে আর তা মৃত্যু দেয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। মু'মিনদের দৃষ্টিতে এ অর্থে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মুতাশাবেহাত (এমন সব আয়াত যেগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ-অনুবাদক) এবং মহকামাত (তথা সুস্পষ্ট আয়াত) কি সমান হতে পারে? কখনো নয়, এগুলো সমান হতেই পারে না। যার হৃদয়ে ব্যাধি আছে এবং যে পবিত্রতা অর্জন করে নি সে ছাড়া অন্য কেউ 'মুতাশাবেহাতের' অন্ধ অনুকরণ করে না। সুতরাং 'তাওয়াফ্‌ফী' একটি দ্ব্যর্থহীন শব্দ যার অর্থ সুস্পষ্ট ও সুবিদিত আর তা মৃত্যু দেয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে, 'নযূল' শব্দটি মুতাশাবেহ বা দ্ব্যর্থবোধক। মহানবী (সা.)-এর ব্যাখ্যা করা আবশ্যক মনে করেন নি বরং মুসাফেরদের জন্যও তিনি এটা ব্যবহার করেছেন। তবুও যদি মহানবী (সা.)-এর হাদীসে শেষ যুগের মুজাদ্দেদের ঈসা নামে উল্লেখ, তোমার বুঝতে অসুবিধা হয় আর সাধারণ অর্থে ব্যবহার হবার কারণে তোমার মনে সন্দেহ জাগে তাহলে তোমার জানা উচিত, বড় বড় আলেমদের মতে প্রকৃতপক্ষে হাদীসে 'ঈসা' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সহীহ্ বুখারী যে হাদীস উল্লেখ করেছে এবং আল্লামা যমখ্‌শারী সে হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ "প্রত্যেক আদম সন্তানকে তার জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে শুধু মরিয়ম ও তাঁর পুত্র ঈসা ছাড়া"এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। এটি

ইন্না ইবাদি লাইসা লাকা আলায়হিম সুলতান

(সূরা হিজর ঃ ৪৩)

(হে শয়তান! আমার প্রকৃত বান্দাদের ওপর তোমার কর্তৃত্ব থাকবে না।)

এই বাহ্যত আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতের বিরোধী। তদনুযায়ী, যমখ্‌শারী বলেন, এ হাদীসে ব্যবহৃত 'ঈসা ও তাঁর মা' শব্দের অর্থ হল, প্রত্যেক তাক্‌ওয়াশীল যারা এ-দুইয়ের গুণে গুণান্বিত এবং যারা মুত্তাকী ও খোদাভীরু।

মজার বিষয় হল, প্রত্যেক খোদাভীরুকে তিনি ঈসা নাম দিয়েছেন! এ সত্ত্বেও অস্বীকারকারীদের অবজ্ঞা দেখ! তুমি বল, এ হদীসের সাক্ষী শুধু একজন. একাধিক পুরুষ বা মহিলা সাক্ষী থাকা আবশ্যক।' তাহলে শুন! অবশ্য তুমি জানতে চাও বলে মনে হয় না। তুমি পুণ্যবান আলেম, ইমাম, মুহাদ্দেস, কামেল ফকীহ্ আবদুর রউফ মনাভী (রাহেমাহুল্লাহ্) কৃত জামেউস সগীরে'র ব্যাখ্যা 'আত্‌তাইসীর' পড়। তিনি উল্লেখিত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, এ হাদীসটিতে ঈসা ও তাঁর মা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, 'তারা উভয়েই এবং যারা তাঁদের গুণে গুণান্বিত'। সুতরাং তুমি গভীর দৃষ্টিতে দেখ, এ দু'টো সাধারণ নামের অর্থকে কত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তোমার কী হয়েছে, গবেষকদের কথা গ্রহণ করতে তোমার বাধা কোথায়?

তুমি শুনে থাকবে, ইমাম মালেক ইবনে কাইয়েম, ইবনে তাইমিয়া ইমাম বোখারী এবং উম্মতের বড় বড় অগণিত ইমাম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী ছিলেন, আর একই সাথে তাঁরা ঈসার অবতরণেও বিশ্বাস করতেন যার সংবাদ মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন। কেউই এ দু'টো বিষয়কে অস্বীকার করেন নি, কোন উচ্চবাচ্য করেন নি বরং তাঁরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্বজগতের প্রভু খোদার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা এ নিয়ে বিতন্ডায় লিপ্ত হন নি, কিন্তু এরপর এমন কিছু অযোগ্য উত্তরসূরী ও অন্তঃসারশূণ্য হৃদয়ের মানুষ স্থলাভিষিক্ত হয় যারা বক্র ও অন্তঃসারশূণ্য প্রজন্ম, যারা না জেনে ঝগড়া করে, ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, শান্তির পথ অবলম্বন না করে খোদার মু'মিন বান্দাদের কাফের আখ্যা দেয়

(সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণ পৃঃ ৭০-৭১ থেকে উদ্ধৃত)

ইসলাম সেই খোদাকে উপস্থাপন করেছে যিনি সকল প্রশংসার অধিকারী
এ কারণে তিনিই সত্যিকার দাতা, তিনি রহমান
তিনি কর্মীর কোন কর্মের অপেক্ষা না করেই অনুগ্রহ করেন

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৭ মার্চ, ২০০৯-এর (২৭ আমান, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

আল্লাহ্ তা'লার এক নাম সাত্তার, অভিধানে লেখা আছে– সাত্তার অর্থ সেই সত্ত্বা যিনি পর্দার আড়ালে আছেন বা যিনি লুকিয়ে আছেন, এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে বলা হয় 'ওয়াআল্লাহু সাত্তারুল উইয়ুব' অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'লাই সেই সত্ত্বা যিনি ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতাকে গোপন রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা শুধু মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা গোপনই করেন না বরং হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা (দুর্বলতা) ঢেকে রাখা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এর একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ

অর্থাৎ 'হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা লজ্জাবোধ ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন।' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ৬ষ্ঠ খন্ড–পৃ:১৬৩)

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে নিজ বান্দার দুর্বলতা ঢেকে রাখেন সে সম্পর্কেও এটি বর্ণিত হয়েছে। সাফওয়া বিন মোহরেয বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন, আপনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গোপনীয়তার বিষয়ে কি শুনেছেন? তিনি বললেন: মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ নিজ প্রভু-প্রতিপালকের এতটা নিকটবর্তী হবে যে তিনি তার উপর রহমতের ছায়া ফেলবেন এবং বলবেন, তুমি অমুক অমুক কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ আমার প্রভু; তিঁনি আবার বলবেন, তুমি অমুক অমুক কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'লা তার স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন, আমি সেই জগতে তোমার দোষ গোপন করেছিলাম, আজও (কিয়ামত দিবসে) দোষত্রুটি গোপন করছি আর তুমি যে সব মন্দ কাজ করেছিলে সেগুলো ক্ষমা করছি।' (বুখারী-কিতাবুল আদাব-সাতরুল মু'মিনে আলা নাফসিহী, হাদীস নাম্বার:৬০৭০)

ইনিই হচ্ছেন সেই প্রিয় খোদা, যিনি নিজ বান্দার দুর্বলতা ঢেকে রাখেন ও ক্ষমার আচরণ করে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, 'অপরাপর ধর্ম আল্লাহ্ তা'লা যে অন্যের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন তার ধারণাই উপস্থাপন করতে পারে না, তাদের মাঝে (আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে) যদি এমন বিশ্বাস থাকত, উদাহরণস্বরূপ যদি খ্রিষ্টানদের মাঝে অন্যের দোষ গোপন রাখার ধারণা থাকত তবে তাদের মাঝে প্রায়শ্চিত্তবাদের ধারণাই

সৃষ্টি হত না আর এভাবে আর্যদের মাঝেও পুর্নজন্ম ও জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস থাকত না' অর্থাৎ তারা বলে আল্লাহ্ তা'লা পাপ-পুণ্যের প্রতিদান স্বরূপ বিভিন্ন রূপে মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। 'অতএব একমাত্র ইসলামই আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াতের এ ধারণা উপস্থাপন করে যার প্রকাশ এ পৃথিবীতেও হয় আর পরকালেও।'

কিন্তু এর এ অর্থ করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু দোষক্রুটি ঢেকে রাখা পছন্দ করেন এবং বান্দাদের এ বলে ক্ষমা করে দিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীতেও তোমাদের দোষ-ক্রটি গোপন রেখেছিলাম এবং এখানেও গোপনীয়তা বজায় রেখে ক্ষমা করে দিচ্ছি। এর ফলে যদি আমরা ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে যাই আর ভাল-মন্দের মাঝে কোন ভেদাভেদ না করি আর ভাবি যে, ক্ষমা তো পাবই, পাপ ও মন্দ কাজ করলেই বা কি আসে যায়, যা খুশি কর! একটি হাদীসে এসেছে মু'মিনদের উপর আল্লাহ্ তা'লার এত পর্দা রয়েছে যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের দুর্বলতা গোপন রাখার জন্য তাদেরকে স্বীয় পর্দায় আবৃত করেছেন; একজন মু'মিন যখন কোন পাপকর্ম করে তখন তার সেই গোপনীয়তা একে একে প্রকাশ পেতে শুরু করে, এমনকি সে যদি পাপ অব্যাহত রাখে, লেখা রয়েছে আর কোন পর্দাও তার উপর অবশিষ্ট না থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্তাদের বলেন, 'আমার বান্দাকে ঢেকে দাও'! তখন তারা (ফিরিশ্তারা) তাকে নিজেদের ডানায় পরিবেষ্টন করে নেয়। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে অন্যের দোষ গোপন করে থাকেন; কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার এ ব্যবহার দেখেও স্বীয় অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা না করে তবে আল্লাহ্ তা'লা কি ব্যবহার করেন? এক দীর্ঘ হাদীসে সে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। 'ফিরিশ্তা বান্দার দোষ গোপন করার পর সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ্ তা'লা তার তওবা গ্রহণ করেন এবং তার অপসারিত পর্দা ফিরিয়ে দেন, বরং প্রত্যেক পর্দার স্থলে তাকে আরো নয়টি পর্দা দান করেন, যাতে তার ক্ষমার উপকরণ তৈরি হতে থাকে এবং তার দুর্বলতা ঢাকা থাকে। কিন্তু বান্দা যদি তওবা না করে এবং পাপে লিপ্ত থাকে তখন ফিরিশ্তা বলবে, আমরা তাকে কীভাবে ঢাকবো? এ ব্যক্তি এতো বাড় বেড়েছে যে আমাদেরকেও কলুষিত করছে। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, একে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দাও।' এরপর তার সাথে কী ব্যবহার করা হয়? হাদীসে লেখা রয়েছে, 'আল্লাহ্ তখন তার সব ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ; তা সে অতি সংগোপনে করে থাকলেও তা প্রকাশ করে দেবেন' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তার দোষ গোপন রাখার যে পর্দা রেখে ছিলেন তা আর তখন থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনকে, আমাদেরকে, সর্বদা চেষ্টা করা উচিত আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের তওবাকারী বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং সব সময় আমরা যেন তাঁর সাত্তারিয়াত হতে অংশ পেতে থাকি।

> হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর অত্যাচার করতে পারে না এবং যখন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন তাকে একা পরিত্যাগও করতে পারেনা। যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের অভাব মোচনের কাজে চেষ্টারত থাকে আল্লাহ্ তা'লাও তার অভাব দূরীভূত করে থাকেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লাও তার কষ্ট দূর করবেন। যে কোন মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন রাখবে আল্লাহ্ তা'লাও কিয়ামত দিবসে তার দুর্বলতা ঢেকে রাখবেন।' (বুখারী কিতাবুল মাযালেম-হাদীস নাম্বার:২৪৪২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াত (দোষক্রুটি ঢেকে রাখা) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, 'মালিক ইয়াও মিদ্দীন-এর কাজ হলো সফলকাম করা, যেভাবে এক ব্যক্তি পরীক্ষা পাশের জন্য অনেক পরিশ্রম করে প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দুই-চার নম্বরের ঘাটতি থেকে যায়, জাগতিক আইন ও নিয়মকানুন তাকে কোন ছাড় দেয় না, বরং তাকে ব্যর্থ ঘোষণা করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার রহিমিয়াত তার দুর্বলতা ঢেকে রাখে এবং তাকে সফলকাম করে দেয়। রহিমিয়াতে এক ধরনের দোষক্রটি গোপন রাখার বৈশিষ্ট্যও আছে।' তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'ইসলাম সেই খোদাকে উপস্থাপন করেছে যিনি সকল প্রশংসার অধিকারী। এ কারণেই তিনি সত্যিকার দাতা, তিনি রহমান, তিনি কর্মীর কোন কর্মের অপেক্ষা না করেই অনুগ্রহ করেন। সেই খোদাকেই ইসলাম উপস্থাপন করেছে, যিনি সকল প্রকার প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, তাঁর মাঝে সমস্ত প্রশংসা একীভূত, তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যার মাঝে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীভূত আছে এবং তিনি এমন দাতা যিনি বাস্তবিক অর্থেই দাতা আর রহমানিয়াতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাধ্যমে দান করে

থাকেন। কেউ যদি কোন কাজ নাও করে বা যৎসামান্য আমলও করলে তিনি অগণিত দান করেন, এটা তাঁর মালিকিয়াত, তিনি দাতা, রহমান। তাঁর মালিকিয়াত কখনো কখনো এমন দৃশ্য দেখায় যা তাঁর রহমানিয়াতের জ্যোতিতে প্রকাশ পায়। তিনি কোন প্রকার কর্ম ছাড়াই দান করে যেতে থাকেন এবং ভুল-ত্রুটি ঢেকে রাখতে থাকেন।' তিনি (আ.) আরো বলেন, 'আমি এখনই বলেছি, মালিকিয়াত ইয়াওমিদ্দীন সফল করে। পার্থিব রাষ্ট্র ব্যবস্থা কখনো প্রত্যেক বি.এ. পাশ ব্যক্তিকে চাকুরি দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার শাসন ক্ষমতা, অত্যন্ত নিখুঁত, অফুরন্ত ধন ভান্ডারের অধিকারী তিনি, যাঁর কাছে কোন কিছুর অভাব নেই। আমলকারী, সে যে-ই হোক না কেন, তিনি সবাইকে সফলতা দান করেন। নেকী ও পুণ্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু দুর্বলতা যা রয়ে যায়, তিনি তা ঢেকে রাখেন' অর্থাৎ তা দূর করেন। 'তিনি তাওয়াব এবং মুসতাহ্য়ী। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার সহস্র সহস্র দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়েও প্রকাশ করেন না।' অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দার জন্য এমন লজ্জাবোধ রাখেন, এতটা খেয়াল রাখেন, হাদীসে এটিই এসেছে যে, তিনি লজ্জাবোধ পছন্দ করেন। এই লজ্জাশীলতা এ জন্য নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন বরং তিনি বান্দাকে লজ্জিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে চান। তিনি (আ.) বলেন, তবে হ্যাঁ, এমন এক সময় আসে যখন মানুষ এতটা ধৃষ্ট হয়ে পড়ে যে, পাপের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার লজ্জাশীলতা ও অন্যের দোষ গোপন করার বৈশিষ্ট্য হতে সে লাভবান হয় না বরং নাস্তিকতা তার মাঝে মাথাচাড়া দেয়, আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান তখন এই ধৃষ্টকে ছাড় দেয়া পছন্দ করে না বিধায় তাকে লাঞ্ছিত করা হয়।'

তিনি(আ.) বলেন, মোট কথা, আমার কথার অর্থ হলো রহিমিয়াতে দুর্বলতা ঢাকার বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু সেই দোষত্রুটি ঢাকার পূর্বে কোন আমল থাকাও আবশ্যক এবং এ আমলের মাঝে যদি কোন কমতি বা ঘাটতি থাকে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রহিমিয়াতের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দেন।' (মলফুযাত-১ম খন্ড, পৃ:১২৬-১২৭-রাবোয়া থেকে প্রকাশিত নবসংস্করণ)

আবার কখনো কখনো রহমানিয়াতের বিকাশও ঘটিয়ে থাকেন। সারকথা হচ্ছে, তিনি রহিমিয়াতের মাধ্যমে দোষ গোপন করেন এবং মানুষ ছোট-খাট যেসব আমল করে থাকে এর প্রতিদানও দেন আর মানুষ যদি তার মন্দ কাজের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং তওবার প্রতি মনোযোগী হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তার দোষ ঢেকে রাখেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার লজ্জাবোধ ও দোষত্রুটি ঢেকে রাখার অর্থ কখনোই এটা নয় যে, মানুষ যত খুশি মন্দ কাজ করতে থাকুক! এতে করে তো মন্দ কাজে উৎসাহিত করার প্রচলন সৃষ্টি হবে। এমন লোক তো সমাজকে আরো বেশি কলুষিত করবে, যে মনে করে, ক্ষমা তো পাওয়া যাবেই তাই কোন কর্মের প্রয়োজন নেই। এ জন্য হাদীসেও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হঠকারী যারা, তাদের জন্য আল্লাহ তা'লা লজ্জাবোধ করেন না বরং তারা অতি সংগোপনে যে সব অপরাধ করে তাও তিনি প্রকাশ করে দেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াত গুণের দোহাই দিয়ে সর্বদা দোয়া করা উচিত, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার সাত্তারিয়াতের চাদরে আবৃত করে রাখো।' মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে দোয়া শিখিয়েছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যুবায়ের বিন মুতয়েম বর্ণনা করেন, 'আমি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ দোয়াগুলো পাঠ করা হতে কখনই বিরত থাকতেন না যে, হে আল্লাহ্! আমার নগ্নতাকে ঢেকে দাও, আমার শঙ্কাগুলো নিরাপত্তায় বদলে দাও, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে (ঐ সব বিপদাপদ হতে) নিরাপদ রাখো যা আমার অগ্রে ও পশ্চাতে রয়েছে, ডানে-বামে ও উপরে রয়েছে। আমি (ঐ সব বিপদাপদ হতে) তোমার শক্তির আশ্রয়ে আসছি, যা আমাকে নিজ থেকে গ্রাস করতে পারে।' (আবু দাউদ-কিতাবুল আদাব, বাবু মাযা ইয়াকুলু ইযা আসবাহা-হাদীস নাম্বার:৫০৭৪)

এটি আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াত হতে পরিপূর্ণভাবে লাভবান হওয়ার দোয়া। মহানবী (সা.)- এর সাথেতো আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা ছিল, তিনি তাঁকে সব ধরনের বিপদাপদ হতে সর্বপ্রকার পাপ হতে নিরাপদ রাখবেন; বরং তিনি এ পর্যন্ত বলেছেন যে, আমার শয়তানও মুসলমান হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব দোয়া আমাদেরকে শেখানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ দোয়াগুলো পাঠ করার ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন।

এরপর এ যুগে মহানবী (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিক আমাদেরকে যে দোয়া শিখিয়েছেন তা থেকেও দু'একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এভাবে দোয়া করতেন: 'হে আমার দয়ালু ও কৃপালু খোদা, আমি তোমার এক অযোগ্য সৃষ্টি, দুরন্ত পাপী এবং উদাসীন। তুমি আমার হাতে

অন্যায়ের পর অন্যায় হতে দেখেছ কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে তুমি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছ। তুমি আমাকে উপর্যুপরি পাপ করতে দেখেছ অথচ পুরস্কারের পর পুরস্কার দিয়েছ। তুমি সদা আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছ এবং আমাকে তোমার অগণিত পুরস্কারে ভূষিত করেছ। আমি অনুনয় বিনয়ের সাথে আবেদন করছি, এ অধম ও পাপীর উপর পুনরায় সদয় হও এবং এর অযোগ্যতা ও অকৃতজ্ঞতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো। তুমি দয়া পরবশ হয়ে আমার এ দুঃখ থেকে আমাকে মুক্ত কর কেননা তুমি ব্যতীত অন্য কোন পরিত্রাতা নেই, আমীন সুম্মা আমীন।' (মকতুবাতে আহমদীয়া-৫ম খন্ড-নাম্বার:২-হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে লেখা দ্বিতীয় পত্র-পৃ:৩)

এরপর অন্যত্র তাঁর আর একটি দোয়া রয়েছে যা তিনি করতেন: 'হে বিশ্ব প্রতিপালক! আমি তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবো না, তুমি নিরন্তর দয়ালু ও সম্মানিত এবং আমার উপর তোমার অপরিসীম অনুগ্রহ, আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও, যাতে আমি ধ্বংস না হই। আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি বিশুদ্ধ ভালবাসা সঞ্চার কর যাতে আমি জীবন লাভ করি। আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখ এবং আমার হাতে এমন কাজ করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমি তোমার পবিত্র চেহারার দোহাই দিয়ে তোমার দরবারে এ বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার উপর যেন তোমার ক্রোধ বর্ষিত না হয়। আমার প্রতি দয়া করো। ইহ ও পরকালীন বিপদাপদ হতে আমায় রক্ষা করো। কেননা সকল কল্যাণ ও মঙ্গল তোমা হতে নিসৃত হয়, আমীন সুম্মা আমীন।' (মলফুযাত-১ম খন্ড-পৃ:১৫৩, রাব্ওয়া থেকে প্রকাশিত নবসংস্করণ)

অতএব, এগুলো সেই দোয়া যা আমাদের বিশেষত্ব হওয়া উচিত যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তা বেষ্টনিতে থাকতে পারি আর নিজ ভুল-ত্রুটির প্রতিও দৃষ্টি রাখি এবং আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে সেগুলো হতে বাঁচারও যেন চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াত বৈশিষ্ট্য হতে কল্যাণমন্ডিত হওয়া এবং তাঁর কৃপা লাভের জন্য মহানবী (সা.) একজন মু'মিনের ওপর কী দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, এ সম্পর্কেও কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি। এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি কোন মু'মিন নারীর সম্ভ্রমের হেফাযত করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আগুন হতে রক্ষা করবেন।' (মাজমাউয্ যওয়ায়েদ-৬ষ্ঠ খন্ড-পৃ:২৬৮)**

এ হাদীসটি আমি বিশেষ করে ঐ সব লোকদের জন্য বেছে নিয়েছি যারা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের সম্পর্কের মাঝে টানাপোড়েন সৃষ্টি হলে পরস্পরকে দোষারোপ করা আরম্ভ করে দেয়, শুধু তারাই নয় বরং উভয় পরিবারের সদস্যরাও। বিশেষ করে যখন ছেলে পক্ষের আত্মীয়-স্বজন মেয়ের উপর বা মেয়ের পরিবারের উপর অপবাদ আরোপ করতে থাকে তখন অনেক সময় বিনা কারণেই এসব করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখো। কিছু কথা সঠিক বা সঙ্গত ঠিকই আর কিছু কথা ডাহা অপবাদ বৈ কিছু নয়। কখনো কখনো ছেলে অথবা ছেলে পক্ষ কাযা বোর্ডে বা কোর্টে মেয়ের বিরুদ্ধে এমন এমন অভিযোগ আনে যা দেখতে বা শুনতেও লজ্জা হয়। অথচ মহানবী (সা.) বলেছেন, **'মু'মিন নারীর সম্ভ্রমের হেফাযত কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে আগুন হতে রক্ষা করবেন।'** অনেক সময় স্বভাবের মিল হয় না বলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। কারণ যাই হোক না কেন, পৃথক যদি হতেই হয় তবে হোন। কিন্তু যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয় সেগুলো ছাড়াও বিরোধ মীমাংসা করা যায়। কাজেই আহমদীদেরকে এ সব বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত, সে যে পক্ষই হোক না কেন। এ হাদীসে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নারীর সম্মানের কথা বলা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী হাদীসে সার্বজনীন দৃষ্টিকোন থেকে এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন: মহানবী (সা.) বলেছেন: **'যে মু'মিন নিজ ভাই এর দোষ-ত্রুটি দেখার পর তা ঢেকে রাখবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।' (মাজমাউয্ যওয়ায়েদ-৬ষ্ঠ খন্ড-পৃ:২৬৮)**

অর্থাৎ পরস্পরের দোষ-ত্রুটি সন্ধানের পরিবর্তে তা গোপন রাখা উচিত। এতে দু'পক্ষের আত্মীয়দেরকে সতর্ক করা হয়েছে, সাথে সাথে সুসংবাদও দেয়া হয়েছে। সমস্যার সমাধান করতে চাইলে বৈধভাবে কর, একে অপরের দোষারোপের মাধ্যমে নয়। নতুন আত্মীয়তা যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অনেক গোপন বিষয়ও উভয় পক্ষের ভেতর জানাজানি হয়। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে যদি পরস্পরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখ তবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন। প্রথম হাদীসে অন্যের দোষ গোপন করার কল্যাণে শাস্তি হতে বাঁচার প্রতি ইঙ্গিত ছিল অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আগুন হতে রক্ষা করবেন আর এখানে বলেছেন জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন। শুধু শাস্তি হতে বাঁচাবেন না বরং পুরস্কৃত করবেন। এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার দানের পদ্ধতি। আর একটি হাদীসে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়েছে, হযরত

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করতে পারে না এবং যখন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন তাকে একা পরিত্যাগও করতে পারেনা। যে আপন ভাইয়ের অভাব মোচনের কাজে চেষ্টারত থাকে আল্লাহ্ তা'লাও তার অভাব দূরীভূত করে থাকেন। যে, কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লাও তার কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি, কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ্ তা'লাও কিয়ামত দিবসে তার দুর্বলতা ঢেকে রাখবেন।' (বুখারী কিতাবুল মাযালেম-হাদীস নাম্বার : ২৪৪২)

এ হচ্ছে সেই মানদন্ড যা একজন প্রকৃত মুসলমানের হওয়া উচিত, একজন আহমদীর হওয়া উচিত, যে কিনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করে এই সব মন্দ কাজ হতে বাঁচার অঙ্গীকার করেছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "জামা'তের ভেতর অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদও হয়ে যায়।" সদস্যদের ভেতর ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে 'আর সামান্য ঝগড়ার ফলে একে অন্যের মান-সম্মানের উপর আক্রমণ করতে আরম্ভ করে।' সামান্য ঝগড়া-বিবাদ হয় আর এ কারণে একে অপরের সম্মানের উপর আক্রমণ করে বসে। 'এবং নিজ ভাইয়ের সাথে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। এটি খুবই অপছন্দনীয় কর্ম। এমন হওয়া শোভন নয়। যদি একজন নিজের ভুল স্বীকার করে নেয় তাতে অসুবিধে কী। অনেকে সামান্য ব্যাপারে অন্যকে লাঞ্ছিত না করা পর্যন্ত বিরত হয় না। এমন বিষয় হতে বিরত থাকা আবশ্যক। খোদা তা'লার নাম সাত্তার। তবে এরা কেন নিজ ভাইয়ের প্রতি দয়ার্দ্র হয় না এবং মার্জনা ও গোপনীয়তা রক্ষা করে না। আপন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা উচিত। তার মান-সম্মানের উপর আক্রমণ করা অনুচিত।'

তিনি (আ.) বলেন, 'ছোট্ট একটি পুস্তিকায় আমি পড়েছি, একজন বাদশাহ্ কুরআন (অনুলিখন) লিখতেন! (বিভিন্ন কেচ্ছা কাহিনীতে এধরনের গল্প লেখা আছে) এক মোল্লা বলে, এই আয়াত ভুল লেখা হয়েছে। বাদশাহ্ তখন সেই আয়াতের চারদিকে একটি বৃত্ত এঁকে দিয়ে বুঝান যে, এটি কেটে দেয়া হবে। যখন সে (মোল্লা) চলে যায় তখন সেই বৃত্ত মুছে ফেলেন। বাদশাহ্কে এরূপ করার হেতু জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে সে (মোল্লা) ভুল করেছে কিন্তু আমি সে সময় বৃত্ত টেনে দিয়েছিলাম যাতে তার মনস্তুষ্টি হয়।' ক্ষমতা থাকা সত্তেও তিনি বিনয় প্রদর্শন করেন। ধৈর্য ও বীরত্ব দেখান। একথা বলেন নি যে, প্রজা হওয়া সত্তেও আমার সামনে কথা বলার ধৃষ্টতা তুমি কোথায় পেলে? উপরন্তু তার সাত্তারী করেছেন আর তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ঠিক আছে, তুমি যেহেতু বলছ তাই আমি বৃত্ত টেনে দিচ্ছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এমন মান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

তিনি (আ.) বলেন, 'অপরের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ানো এটি অহংকারের মূল এবং ব্যাধি। এমন কর্মের ফলে আত্মা কলুষিত হয়, এথেকে বিরত থাকা উচিত। মোটকথা, এসব বিষয় ত্বাকওয়ার অন্তর্গত এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়ে ত্বাকওয়ার আলোকে কর্ম সম্পাদনকারীরা ফিরিশ্তাদের মাঝে গণ্য হয়। কেননা, তাদের ভেতর লেশমাত্র অবাধ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।' ফিরিশ্তাদের কাজ হচ্ছে আনুগত্য করা। যার ত্বাকওয়ার মান এমন হবে সে ফিরিশ্তাদের মাঝে বিবেচিত হবে। কেননা তার মাঝে কোনরূপ বিদ্রোহ অবশিষ্ট থাকে না। 'ত্বাকওয়া অর্জন করো কেননা, ত্বাকওয়ার মাধ্যমেই খোদা তা'লার আশিস ও কৃপা আসে। মুত্তাকীকে পার্থিব বিপদাপদ হতে রক্ষা করা হয়।' বর্তমান সময় মানুষের উপর বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ ও পরীক্ষা আসছে। তিনি বলেন, ত্বাকওয়া অবলম্বন করো তাহলে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হবে। 'খোদা তাদের পর্দাবৃত করে রাখেন। যতক্ষণ এই রীতি অবলম্বন না করা হবে কোন লাভ হবে না। এধরনের মানুষ আমার হাতে বয়'আত করে কিছুমাত্র লাভবান হয় না। কী করে লাভবান হতে পারে! কেননা, এক প্রকার অন্যায়তো ভেতরে রয়েই গেছে।' যদি দোষ-ত্রুটি গোপন না রাখা হয় তাহলে বলেছেন, এটিও এক প্রকার যুলুম। অন্যান্য নেকী বা বয়'আত যতই কর না কেন যদি এই যুলুম তোমাদের ভেতর রয়ে যায় তাহলে কোন লাভ হবে না। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'যদি সেই উত্তেজনা, অহংকার, গর্ব, আত্মম্ভরিতা, শঠতা এবং বদমেজাজ থেকেই যায়, যা অন্যদের ভেতরও রয়েছে, তাহলে পার্থক্য আর কী থাকলো?' অহংকার, কৃত্রিমতা এবং হঠাৎ করে রেগে যাওয়ার বদভ্যাস যদি থেকেই যায় তাহলে অন্যদের সাথে তোমার পার্থক্য কোথায়? মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'যদি সাঈদ অর্থাৎ পুণ্য প্রকৃতির মানুষ থাকে আর পুরো গ্রামে একজনও থাকে তাহলে মানুষ অলৌকিকভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়। নেক মানুষ, যিনি খোদা তা'লাকে ভয় করেন নেকী অবলম্বন করেন, তাঁর ভেতর একটি ঐশী প্রতাপ থাকে আর হৃদয় বলে যে, ইনি খোদাপ্রেমী বান্দা। এটি চিরন্তন সত্য কথা, যিনি খোদার

পক্ষ থেকে প্রেরিত হন খোদা আপন শক্তি হতে তাঁকে অংশ দান করেন আর পুণ্যবানদের রীতিও এটিই।

অতএব স্মরণ রেখ! ছোট-খাট বিষয়ে ভাইদেরকে কষ্ট দেয়া কাম্য নয়। মহানবী (সা.) উন্নত নৈতিকতার মূর্তিমান রূপ আর খোদা তা'লা এযুগে তাঁর উন্নত নৈতিকতার শেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই পাশবিকতা এখনও যদি থেকে যায়, তাহলে চরম পরিতাপ এবং দুর্ভাগ্য।' ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে তাই এখন আখারীনদের সাথে মিলিত হয়ে এথেকে লাভবান হও। মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'অতএব অন্যদের দোষারোপ করো না, কেননা প্রকৃতপক্ষে তার মাঝে যদি সেই দোষ না থাকে তাহলে অপরকে দোষারোপ করতে করতে অনেক সময় মানুষ স্বয়ং তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর যদি সত্যিকারেই তার মধ্যে সেই দোষ থেকে থাকে তাহলে সে খোদার সাথে বুঝবে।

ভাইয়ের উপর অন্যায় অপবাদ আরোপ করা অনেকের অভ্যাস হয়ে থাকে।' সামান্য কোন ঘটনা ঘটলেই অপবাদ দিয়ে বসে এবং চরম ঘৃণ্য অপবাদ দেয়। 'এমন করা থেকে বিরত হও। মানুষের উপকার করো এবং নিজ ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করো। নিজ ভাইদের সাথে পবিত্র জীবন যাপন করো এবং সর্বাগ্রে শিরক মুক্ত হও কেননা এটি ত্বাকওয়ার প্রথম ইঁট।' (মলফুযাত-৩য় খন্ড, পৃ:৫৭১-৫৭৩-রাবোয়া থেকে প্রকাশিত- নবসংস্করণ)

এসব মন্দকর্ম সৃষ্টি হবার মূল কারণ হচ্ছে গোপন শির্ক। যদি খোদার ভয় থাকে আর জ্ঞান থাকে যে, তিনি আমায় দেখছেন, আমার প্রতিটি বিষয় তাঁর দৃষ্টিগোচরে রয়েছে তাহলে কখনই মানুষ এরূপ কর্ম করতে পারে না, যা তাকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করবে। আল্লাহ্ তা'লা দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার এবং ব্যক্তিগত দুর্বলতা ফাঁস না করা সম্পর্কে কত কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন সে প্রসঙ্গে একটি আয়াতে এসেছে–

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ
بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾

(সূরা আল্ হুজুরাত:১৩)

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ! সন্দেহকে যতবেশী সম্ভব এড়িয়ে চলো। কারণ কতক সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না, এবং একে অপরের পিছু নিয়ে কুৎসা করে বেড়িও না। তোমাদের মধ্যে কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে কি? অবশ্যই তোমরা একে ঘৃণা করবে; এবং আল্লাহ্‌র ত্বাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ পুণঃ পুণঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।' এই আয়াতে যে সন্দেহের কথা বলা হয়েছে তার ভিত্তি হচ্ছে কুধারণা। পৃথিবীতে পাপ বিস্তারের ক্ষেত্রে কুধারণার ভূমিকা সবচেয়ে বড়। কুধারণার বশবর্তী হয়েই একে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজে ফেরে, যেন তাকে হেয় বা তার দুর্নাম করা যায়। তাই বলা হয়েছে, পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায়, মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করবেনা। কেননা, এই ছিদ্রান্বেষণ খোদা তা'লার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। এর পরের ধাপ কি হবে? নিজেদের বৈঠকে বসে কুৎসা করবে! পরচর্চা করবে!! অন্যের গোপন কথা যা তার জন্য দুর্নামের কারণ হতে পারে তা যদি আলোচনা কর এটি গীবত বা কুৎসা বলে গণ্য হবে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। যেসব বিষয় আল্লাহ্ তা'লা ঢেকে রেখেছেন তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছ এরপর কুৎসা রটানো আরম্ভ করেছ। এটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একেবারেই অপছন্দনীয়। যে জিনিষ আল্লাহ্ তা'লা ঢেকে রেখেছেন তা থেকে পর্দা অপসারণের অধিকার কোন মানুষের নেই। এ জন্য যে হাদীস আমি পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যে অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে না তাকে আমি শাস্তি দিবো, কেননা গোপনীয়তা রক্ষা না করা যেখানে অন্যের দুর্নাম বা তাকে জনসমক্ষে উলঙ্গ করার নামান্তর। আর এ কারণে সমাজে বিশৃংখলাও দেখা দেবে। প্রধাণতঃ যদি কারো গোপন কথা প্রকাশ করা হয় বা কারো দুর্বলতা যদি মানুষের কাছে বলে বেড়ানো হয় এর প্রতিক্রিয়া চরম আকার ধারণ করতে পারে। ফলে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে বৈ কি। অথচ পারস্পরিক সৌহার্দের দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। তোমাদের জীবনে **'রুহামাউ বায়নাহুম'** (তারা পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত) এর দৃষ্টান্ত চোখে পড়া উচিত। দ্বিতীয়ত এই সমস্ত গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবার ফলে অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে, তাদের এ সকল কথার কারণে আপনজনের সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। গোপনীয়তা ফাঁস করলে প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে অপর পক্ষও রাগান্বিত হবে এবং ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হবে। দ্বিতীয়ত যেসকল কথা বলা হয় তার মধ্যে কতক এমন হয়ে থাকে যা পরস্পরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে, ফলে দু'টি হৃদয়ের মাঝে মনোমালিন্য দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একথা বলা যে, তোমার অমুক আত্মীয়, বন্ধু বা অমুক ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে অমুক সময় এ কথা বলেছিল যা আমি জানতে পেরেছি। যদি

সেই ব্যক্তি বাস্তবে কোন কথা বলেও থাকে তাহলে শ্রবণকারী তখনই কেন তাকে বুঝায়নি। সেখানেই কেন তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বিষয়ের নিষ্পত্তি করেনি। যদি বুঝানোর ক্ষমতা না থাকে তাহলে তার জন্য এই দোয়া করেনি কেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তার সংশোধন করুন। কিন্তু এখন সেই কথা বলে একই ব্যক্তি কুৎসা করছে। কুৎসাকারী একেতো কুৎসার অপরাধে অপরাধী হচ্ছে, গোপনীয়তা রক্ষা না করার অপরাধ করছে। অন্যদিকে অশান্তি সৃষ্টির কারণ হচ্ছে। আর নৈরাজ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এভাবে কুৎসা রটনাকারী সমাজে অশ্লীলতা এবং নোংরামী ছড়ানোর কারণ হচ্ছে। কেননা সেই বিষয়, যা বলা হচ্ছে তা যদি মন্দ ও পাপ হয়ে থাকে তাহলে তা অনেক সময় দুর্বল ঈমানের লোক এবং যুবকদের মন্দকাজে উৎসাহিত করে। বলে যে, সেও করেছিল তাই আমরা করলে দোষ কি? অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(সূরা আন্ নূর : ২০)

অর্থঃ যারা এই কামনা করে যে, মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্য নিশ্চয় ইহ ও পরকালে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে।'

এখন দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা লজ্জা-শরম, দোষত্রুটি ঢেকে রাখা এবং বান্দাকে ক্ষমা করা পছন্দ করা সত্তেও এমন লোকদের জন্য যারা গোপনীয়তা ফাঁস করতে ভালবাসে এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীতে অশ্লীলতা ছড়াতে চায়, যারা একটি কদর্য বিষয় প্রকাশ করে মু'মিনদের মাঝে নোংরামী ছড়াতে চায়, যাদের ভেতর তারাও অর্ন্তভূক্ত যারা কথার মাধ্যমে ছড়ায় আর তারাও যারা প্রকাশ্যে এমন করে। এদের সম্পর্কে বলেছেন, তাদের জন্য ইহ ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। প্রকাশ্য অশ্লীলতা যখন সমাজে ছড়াবে এবং এর চর্চা হবে, একে অপরের গোপনীয়তা ফাঁস করা আরম্ভ করে দিবে তখন লজ্জা-শরমের আর বালাই থাকবেনা। এই সমাজে তথা পাশ্চাত্যে প্রকাশ্যে যেসব অপকর্ম হয় এর কারণ হলো, এদের মাঝে লজ্জা-শরম নেই। আর এখনতো টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম গোটা বিশ্বকেই নির্লজ্জ বানিয়ে দিয়েছে। আবার এরই নাম রাখা হয়েছে স্বাধীনতা। যার ফলে নগ্নতা ও নির্লজ্জতা পরবর্তী প্রজন্মের ভেতরও সঞ্চালিত হচ্ছে। পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, অনেক সময় কতক আহমদীও এতে প্রভাবিত হচ্ছে। তাই পর্দা এবং লাজ-লজ্জা ও সম্ভ্রমের উপর ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। পাশাপাশি অন্যদেরও বলেছে যে, তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবেনা এবং তা ছড়াবেনা। যদি কারো দোষ-ত্রুটি চোখে পড়ে, সে এতটা নির্লজ্জ যে প্রকাশ্যে করছে আর বারংবার করছে তাহলে জামা'তের ব্যবস্থাপনা আছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা নেযাম আছে, অবহিত কর তারপর চুপ করে থাক। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। এখন তার জন্য দোয়া কর। যদি তুমি কথা বলে বেড়াও এবং তা উপভোগ কর, তার অপরাধ ছড়ানোর কারণ হও তাহলে ত্বাকওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। ধরে নেয়া যাক; ঘটনাক্রমে কেউ যদি কারো কোন অপকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয় তারপর সেই ব্যক্তি যদি সেই মন্দ পরিত্যাগ করা সত্তেও কোন বিরোধের কারণে সুযোগ বুঝে তা প্রচার করে তাহলে সে কেবল কারো ব্যক্তিগত দুর্বলতা ফাঁস করার অপরাধেই অপরাধী নয় বরং আল্লাহ বলেন, তোমার এই কুৎসা করা, কোন ব্যক্তির মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মত বিষয়। অতএব সমাজকে সব ধরনের অশান্তি এবং নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে দুর্বলতা ঢেকে রাখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, যদি কোন মন্দকর্ম দেখতে পান আর সংশোধন উদ্দেশ্য হয় তাহলে দোয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা আবশ্যক। তারপর একান্ত গোপনীয়তার সাথে সব বিষয় সামনে রেখে সংশোধনের চেষ্টা করা উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব। এরপর কেউ যদি মন্দ কর্মের ব্যাপারে হঠকারীতাপূর্ণ আচরণ না করে তাহলে কর্মকর্তাদের উচিত যতদূর সম্ভব বিষয়টি গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **'কোন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দেখে আমাদের জামা'তের উচিত তার জন্য দোয়া করা। দোয়া না করে অধিকন্তু সে মানুষের কাছে যদি তা বলে বেড়ায় আর ক্রমাগতভাবে বলতেই থাকে, তবে সে পাপ করে। এমন কোন্ রোগ আছে যা দূরীভূত হতে পারে না? এজন্য সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের সাহায্য করা উচিত।'**

তিনি (আ.) বলেন, **'মহানবী (সা.)-এর কাছে পরচর্চার (গীবত) স্বরূপ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কোনরূপ সত্য কথা এভাবে বর্ণনা করা যে উপস্থিত থাকলে সে তা পছন্দ করবে না, একেই পরচর্চা (গীবত) বলা হয়। আর তুমি যা বলছো তা যদি তার ভেতর না থাকে তাহলে এর নাম**

অপবাদ। খোদা তা'লা বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا (সূরা আল্ হুজুরাত:১৩)

এখানে কুৎসা রটনাকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।' এরপর তিনি (আ.) বলেন, 'কথা হচ্ছে; এখন জামা'তের প্রারম্ভিক কাল।' এটি জামা'তের প্রাথমিক যুগের কথা, এখন ১২০ বছর অতিবাহিত হবার পরও; অনেক সময় যখন জামা'ত নবী হতে যুগ যুগ দূরে সরে যায় তখন সেসব ব্যাধি বারবার দেখা দেয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যত বেশি জামা'তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানুষ জামা'তে আসছে। অনেকে বদ অভ্যাস পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারে না। অনেক পুরনো আহমদী সঠিকভাবে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ত্বাকওয়ার মর্ম বুঝে না, ফলে কুপ্রথা ছড়াতে থাকে। তাই এ যুগ বড়ই ভয়ঙ্কর যুগ। এখন আমাদের আত্মসংশোধনের প্রতি পুণরায় মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে কথা বলেছেন তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে সে অনুসারে আমল করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, জামা'তের ভেতর কতক দুর্বলতা রয়েছে। 'যেভাবে কেউ কঠিন রোগের পর আরোগ্য লাভ করে আর পরে ধীরে ধীরে কিছুটা শক্তি ফিরে পায়। তেমনি ভাবে যার ভেতর দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তাকে অতি গোপনে নসীহত করা উচিত।' জামাতের প্রতি যদি মানুষের সত্যিকার সহানুভূতি থাকে এবং সংশোধন করতে চায় তাহলে যে ভাইকে দুর্বল দেখবে তার দুর্বলতা প্রকাশ না করে, তার গোপনীয়তা ফাঁস না করে তার অপকর্মের কথা বলে বেড়ানোর পরিবর্তে তাকে নীরবে ও সংগোপনে নসীহত করো। সহানুভূতি ও বন্ধুত্বসূলভ ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে বুঝাও। 'যদি না মানে, তার জন্য দোয়া করো। যদি উভয় প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে তকদীদের লিখন মনে করো। যেখানে খোদা তা'লা কাউকে গ্রহণ করেছেন সেখানে কারো দুর্বলতা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে তোমাদের উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়, সে সংশোধিতও হতে পারে।' একইভাবে পূর্বেই আমি বলেছি, জামাতী ব্যবস্থাপনা এখন যথেষ্ট সক্রিয়, বেশি হলে সেখানে বলা যেতে পারে। তারপর একান্ত গোপনীতার সাথে, অন্যরা যাতে জানতে না পারে সেভাবে বিষয়ের সুরাহা করা জামাতী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। তিনি (আ.) বলেন, 'অনেক চোর ও ব্যভিচারী একপর্যায়ে কুতুব এবং আবদাল হয়েছেন। ঝট করে কাউকে পরিত্যাগ করা আমাদের রীতি নয়। কারো সন্তান নষ্ট হলে সে তার সংশোধনের পুরো চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে নিজের কোন ভাইকে পরিত্যাগ করা উচিত নয় বরং তার সংশোধনের লক্ষ্যে পুরো চেষ্টা করা আবশ্যক। দোষ-ত্রুটি দেখে তা ছড়ানো এবং অন্যের কাছে বলে বেড়ানো কোনভাবেই কুরআনী শিক্ষা সম্মত নয়, বরং তিনি বলেন,

تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

(সূরা আল্ বালাদ:১৮)

অর্থাৎ তারা ধৈর্য এবং দয়ার মাধ্যমে উপদেশ দেয়। অন্যের দোষ ত্রুটি দেখে তাকে উপদেশ দেয়া এবং তার জন্য দোয়া করার নামই হচ্ছে 'মারহামাহ'। দোয়ার প্রভাব সুদূর প্রসারী। বড়ই পরিতাপ সেই ব্যক্তির জন্য! যে একজনের দোষ-ত্রুটি শতবার বর্ণনা করে ঠিকই কিন্তু একবারও তার জন্য দোয়া করে না। প্রথমে কারো জন্য কম পক্ষে চল্লিশ দিন কেঁদে কেঁদে দোয়া করার পরই তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যেতে পারে।'

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, 'তোমাদের তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লায় সজ্জিত হওয়া উচিত। আমাদের কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, পাপের পৃষ্ঠপোষক হও, বরং তোমরা তা প্রচার ও পরচর্চা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ্‌র পবিত্র কিতাবে এসেছে, পাপের প্রচার এবং পরচর্চা করা পাপ। শেখ সাদী (রহ.)-এর দু'জন শিষ্য ছিল। এদের মধ্য হতে একজন তত্ত্ব এবং মা'রেফত বর্ণনা করতো (জ্ঞানী ছিল) আর অন্যজন তা দেখে হিংসায় জ্বলতো। পরিশেষে প্রথমজন শেখ সাদী (রহ.)-এর কাছে অভিযোগ করে, যখনই আমি কিছু বর্ণনা করি অপরজন তা দেখে হিংসায় জ্বলে। শেখ উত্তরে বলেন, একজন তোমার প্রতি হিংসা করে দোযখের পথ অবলম্বন করেছে আর তুমি করেছ তার গীবত।' তার দোষ-ত্রুটি আমাকে জানিয়ে কুৎসা করেছ, এটিও মন্দ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'সারকথা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি দয়া, দোয়া, গোপনীয়তা রক্ষা এবং সহমর্মিতা না করা হবে ততক্ষণ এই জামা'ত চলতে পারে না।'

(মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৬০-৬১, রাব্ওয়া থেকে প্রকাশিত, নবসংস্করণ)

অর্থাৎ জামা'তের ভেতর এসকল বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। আর জামা'ত যেভাবে বড় হচ্ছে, ঝগড়া না ছড়িয়ে একান্ত সচেতনতার সাথে আমাদের তা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বারংবার দোয়া এবং দুর্বলতা ঢেকে রাখার ব্যাপারে জামা'তকে নসীহত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শিক্ষামালার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে খোদা তা'লার সাত্তারীয়াতের বৈশিষ্ট্য হতে সর্বদা অংশ লাভের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপন কৃপায় সকল নোংরামির প্রতি আমাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিন। আমরা যেন সর্বদা নেকীর পানে পদচারণাকারী হতে পারি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হই।

(প্রাপ্ত সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

শত্রুর প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মহৎ আচরণ ইসলামের গৌরবোজ্জল এক অধ্যায়

শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেছেন ঃ **"ওয়ালা ইয়াজরেমান্নাকুম সানাআনু কাউমিন আলা আল লা তা'দিলু ই'দিলু হুয়া আক্বরাবু লিত্তাকওয়া।**

অনুবাদ ঃ জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে ন্যায় বিচার করতে যেন বাধা সৃষ্টি না করে। ন্যায় বিচার কর। এটা তাক্ওয়ার নিকটতম পন্থা। (সূরা মায়েদা ঃ ৯)

আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে মানবজাতি যে জীবন বিধান লাভ করেছে তা হলো পবিত্র আল কুরআন। পবিত্র কুরআনের এ সুন্দরতম শিক্ষার ওপর আমলকারী সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন রসূল পাক (সা.)। অমুসলিম এক ব্যক্তিত্ব জার্মানির পন্ডিত-বর ডাক্তার গোস্টেভ উইল এ মহান ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, "মুহাম্মদ নিজে জনগণকে এক উজ্জ্বল নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। তাঁর চরিত্র পবিত্র ও সরল ছিল। অসম্ভব আড়ম্বরহীনতা তাঁর পোশাকের ও তাঁর খাদ্যের বিশেষত্ব ছিল। তিনি এত দূর আড়ম্বরহীন ছিলেন যে, তাঁর সহচরদেরও তিনি তাঁর নিজের প্রতি ভক্তির বিশেষভাব দেখাতে দিতেন না। এবং নিজ হাতে যা করতে পারতেন তা ভৃত্যকে করতে দিতেন না। বহুবার তাঁকে বাজারে নিজ খাদ্য সামগ্রী কিনতে দেখা গেছে। বহুবার তাঁকে ঘরে তাঁর পোষাক সেলাই করতে দেখা গেছে এবং নিজ প্রাঙ্গনে ছাগী দোহন করতে দেখা গেছে। সকল সময় সকলের জন্য তাঁর দ্বার অবারিত ছিল। তিনি পীড়িত ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন।

জগতের সামনে এর চেয়ে উত্তম আর কী আদর্শ হতে পারে! সকল বিজয়ের পরও তিনি নিজ ভগ্নির কাছ থেকে শুকনা রুটি নিয়ে আহার করেছেন। এক অমুসলিম লেখক লিখেছেন, এমন বহু দিন ছিল, যে দিনগুলোতে তাঁর ঘরের চুলাতে আগুন জ্বলেনি আর তিনি স্বপরিবারে অভুক্ত ছিলেন। আমরা জানি, আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) কখনো কাউকে শত্রু ভাবতেন না। তাঁর সর্বসময়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল হায়! সকলে যদি এক আল্লাহ্র ইবাদত করতো।

ওয়া লাও শাআ রাব্বুকা লা আমানা মান ফিল আরদে কুল্লুহুম জামিআন

(ইউনুস ঃ ৯৯)

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ চাইলে জগতের সকলেই ইমান আনতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা এরূপ-ই যে, তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। অথচ মানবজাতি তা উপলব্ধি না করে এবং আল্লাহ্ প্রেরিত এ ব্যক্তির ওপর সর্বদা অন্যায়-অত্যাচার করতে থেকেছে। পক্ষান্তরে এ মহামানব তা সহ্য করতে করতে নিজের জীবন বিপন্ন করতে বসেছেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তাআলা বল্লেন, "লা আল্লাকা বাখেউন নাফসাকা" মুহাম্মদ (সা.) তারা ঈমান আনছে না বলে তুমি কি নিজেকে বিপন্ন করে দিবে? মক্কাতে দীর্ঘ ১৩ বৎসর কাল তাঁর প্রতি যুলুম-নির্যাতন করার পর আল্লাহ্র এ বান্দা নিজ মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে মদীনায় গমন করলেন, তবুও তাঁর শত্রুরা ক্ষান্ত হলো না বরং মদীনার ওপর আক্রমণ করে বসলো। আল্লাহ্ বল্লেন প্রতিহত করো। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করো। বদরের প্রান্তরে সংঘটিত এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের ৭০ জন নিহত হলো এবং ৭০ জন যুদ্ধবন্দী হলো।

মদীনায় পৌঁছানোর সাথে সাথে এ সকল যুদ্ধবন্দীকে সাহাবাদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয় কেননা বন্দী রাখার মত কোন কয়েদখানা তখন ছিল না। এদের মধ্যে "আবু উমায়য বিন উজায়ের" নামক জনৈক বন্দী যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করেন, আমাকে যার হাতে সমর্পন করা হয়েছিল, তিনি নাশ্তা বা খাবারের সময় রুটিগুলো আমাকে দিয়ে দিতেন এবং নিজে শুধু খেজুর খেতেন। এতে আমার খুব লজ্জা হতো। তাই আমি রুটিগুলো তাকে ফেরত দিতাম কিন্তু তিনি তা পুণরায় ফেরত দিতেন।

এই ছিল রসূল করীম (সা.)-এর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপদেশ প্রদানের প্রতিচ্ছবি।

বদরের যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে সিয়াহ-সিত্তার মাঝে কিছু হাদীসের উল্লেখ আছে। তিরমিযী গ্রন্থে এর বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। তিরমিযীর ১ম খন্ডের ২০৩ থেকে ২০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্বন্ধে মীমাংসা করার ভার ও অধিকার আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের ওপর ন্যস্ত করেন। হযরত রসূল করীম (সা.) সাহাবাদের কাছে পরামর্শ চাইলে তারা দু'ধরনের পরামর্শ দেন। প্রথমটি হলো, প্রকাশ্যে তাদের হত্যা করা আর দ্বিতীয়টি হলো, মুক্তিপণের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া।

হযরত আবু বকর (রা.) বল্লেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এদের সকলের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ নিয়ে এদেরকে মুক্ত করে দেয়া উচিত। এতে আমাদের সাধারণ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হবে। হযরত ওমর (রা.)-কে রসূল করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইবনে খাত্তাব! আপনার কী মত?

তিনি বল্লেন, আমি আবু বকরের সাথে একমত হতে পারছি না। এরা ইসলামের শত্রু এবং মুসলমানদের প্রাণের শত্রু। এরা আমাদেরকে নির্যাতন করতে, আল্লাহ্র রসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে এবং ইসলাম ধর্মকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে ফেলার এহেন চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এরা অন্যায়, অধর্ম, অত্যচারের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এদেরকে অবিলম্বে হত্যা করা হোক। প্রত্যেকে তার উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে নিজ নিজ আত্মীয়ের মুন্ডুপাত করুক। রসূল করীম (সা.) হযরত আবু বকরের মতকে প্রাধান্য দিলেন। আর এর মাধ্যমে জগদ্বাসীর সামনে ইসলামের চমৎকার শিক্ষা এবং রসূল করীম (সা.)-

এর সহনশীলতার পরিচয় উপস্থাপিত হলো।

কুরআনের উক্ত শিক্ষার প্রতিফলন হলো– ওয়ালা ইয়াজ রেমান্নাকুম শানাআনো কাউমিন আলা আল্‌লা তা'দিলু, ই'দিলু হুয়া আকরাবু লিত্‌ তাক্‌ওয়া। (মায়েদা ঃ ৯)

মক্কায় অবস্থান কালে রসূল করীম (সা.)-এর ওপর কুরায়েশ নেতাদের নির্যাতন, সাধারণ মুসলমানদের ওপর নির্যাতন, রসূল করীম (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও হত্যার প্রচেষ্টা এসব কিছু সত্ত্বেও রসূল করীম (সা.) মক্কা বিজয়ের পর কুরায়েশদেরকে সম্বোধন করে বল্লেন, আজ আমি তোমাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করব বলে তোমরা মনে কর? সকলে এক বাক্যে উত্তর দেয়, আপনি মহানুভব, আপনি মহানুভবের সন্তান। আপনার কাছ থেকে কেবল শান্তি ও মঙ্গলের-ই আশা করা যায়। তখন রসূল করীম (সা.) বল্লেন, আমি আজ সে কথাই বলবো, যে কথা হযরত ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন। "লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা আনতুমুত তুলাকাওঁ"

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আজ তোমরা মুক্ত।

মক্কা মুকাররমায় তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা দ্বারা রসূল করীম (সা.)-এর করুণা ও মহানুভবতার গুণটি সুন্দর ভাবে ফুঁটে ওঠে। জনৈক ব্যক্তি রসূল করীম (সা.)-কে কিছু বলতে এসেছিলেন। যখন সে রসূল করীম (সা.)-এর সামনে দন্ডায়মান হলো, তখন তাঁর (সা.) প্রতাপ দেখে সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তখন তার এ অবস্থা দেখে রসূল করীম (সা.) বল্লেন, "হাউঈন আলাইকা ফাইন্নি লাসতু মালিকিন ইন্নামা আনা ইবনু ইমরাআতে কুরাইশিন তা'কুলুল কাদ্দিদা"–কোন পরওয়া করো না। আমি বাদশাহ্ নই। বরং এমন এক নারীর সন্তান, যে কুরায়েশ যে নারী অভাবের কারণে শুষ্ক মাংস আহার করতো।

ইসলামের চরম শত্রু যাদেরকে রসূল পাক (সা.) ক্ষমা করেছেন, তাদের মাঝে অন্যতম 'সাফওয়ান বিন উমাইয়া আল জামহী'। যান্দামা পাহাড়ে ফিৎনাবাজিতে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের মাঝে এ ব্যক্তি অন্যতম। মক্কা বিজয়ের পর সে ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে যায়। যখন যিদ্দা গিয়ে পৌঁছে তখন ওমর বিন ওয়াহ্হাব রসূল করীম (সা.)-এর নিকট তার পক্ষে ক্ষমা যাচনা করে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে নিরাপত্তা মঞ্জুর করলে সে বলে আপনি আমাকে কোন একটি নিদর্শন দিন যা দেখে সে ফেরত আসবে। তিনি (সা.) তাকে পাগড়ি খুলে দিয়ে দেন। সাফওয়ান রসূল করীম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, আপনি নাকি আমাকে ক্ষমা করেছেন, এটাকি সত্য? তিনি (সা.) বল্লেন, সত্যি। সাফওয়ান বল্লো, তাহলে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমাকে দুই মাস সময় দিন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বল্লেন, তোমাকে চার মাস সময় দেয়া হলো। কিন্তু সাফওয়ান মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই হুনায়ূনের যুদ্ধের সময় মুসলমান হয়ে যায়।

ইসলামের ঘোরতম শত্রু ইকরামা বিন আবু জাহল, আব্দুল্লা বিন সা'দ বিন আবু সুরাহ এদেরকেও রসূল (সা.) ক্ষমা করে দেন। হুবার বিন আসওয়াদ যার হাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা হযরত যয়নাব (রা.) মক্কা থেকে হিজরত করে যাবার সময় এমন একটি আঘাত পেয়েছিলেন, যার কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর সেও লুকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত রসূল করীম (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আপন কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করে। রসূল করীম (সা.) তাকেও ক্ষমা করে দেন।

ইসলামের ঘোরতম শত্রু এবং ইসলামকে জগত থেকে মিটিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনকারী তালিকায় প্রথম সারিতে আবু সুফিয়ানের অবস্থান। তার কৃতকর্ম ক্ষমার অযোগ্য। হযরত আব্বাস (রা.) তাকে সাথে করে রসূল করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার পক্ষে নিরাপত্তা কামনা করে। কিন্তু রসূল করীম (সা.) পূর্বেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, আবু সুফিয়ানকে তোমরা কেউ হত্যা করবে না। হযরত ওমর (রা.) তাকে হত্যা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে রওনা হলে হযরত আব্বাস (রা.) রসূল করীম (সা.)-এর কাছে তার পক্ষে নিরাপত্তা চেয়ে ফেলে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে হযরত আব্বাস (রা.) আরজ করে ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আবু সুফিয়ান গৌরব ও সম্ভ্রম পছন্দ করে। সে চাচ্ছে তার মান ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারেও যেন কিছু করা হয়। রসূল করীম (সা.) বল্লেন ভাল কথা,

"মান দাখালা দারা আবু সুফিয়ানা ফাহুয়া আমেনুন ওয়া মান আলকাস সিলাহা ফাহুয়া আমেনুন ওয়ামান আগলাকা বাবাহু ফাহুওয়া আমেনুন" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তাকে ক্ষমা করা হলো, যে অস্ত্র সম্বরণ (সন্ধি স্থাপন) করবে তাকেও ক্ষমা করা হবে আর যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সে নিরাপদ থাকবে।

এ ছাড়া কা'ব বিন যুহায়র ওয়াহ্শী, যে হযরত হামজা (রা.)কে শহীদ করেছিল তাকেও ক্ষমা করে দেন তবে তাকে বলেন, তুমি আমার সামনে আসবে না। আব্দুল্লাহ্ বিন আবি যাব্ আবিয়া, তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর ৩ জনের নাম পাওয়া যায় যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে পৌঁছতে পারে নাই এবং কারো না কারো হাতে নিহত হয়। ২/১ টি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া যারা-ই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়েছে বা যার পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, দয়াশীল নবী (সা.) তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সবশেষে অমুসলিম এক মনীষি আর্থার গিলম্যান তার দ্যা সেলেন্সে এ্ঞযব ঝধৎধপবহং গ্রন্থে বলেন, "মক্কা বিজয় মুহাম্মদের প্রশংসনীয় চরিত্রের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। মক্কাবাসীদের অতীত দুর্ব্যবহার তাকে স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজিত করা উচিত ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীকে সকল রক্তপাত থেকে তিনি বিরত রাখেন। মহা বিজয়রূপ দয়া প্রদর্শনের জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে বিনম্র মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মাত্র ১০ অথবা ১২ ব্যক্তিকে তাদের অতীতের জঘন্য অপরাধের জন্য দন্ড প্রদান করা হয়। অন্যান্য বিজেতাদের তুলনায় এটা একান্ত মানবিক। ১,০৯৯ খৃষ্টাব্দে জেরুযালেম অধিকার কালে খৃষ্টান ক্রুসেডারেরা ৭০ হাজার মুসলিম নারী-শিশু ও অসহায়দের নির্মমভাবে হত্যা করে।

মহা নবী (সা.)-এর শত্রুর সাথে কৃত এ ব্যবহার জগতের সামনে অবিস্মরণীয় এক যাত্রা যা মানবজাতির সর্বকালের পাথেয়।

"ইয়া রাব্বে সাল্লে আলা
নাবিঈয়েকা দায়েমান,
ফি হাজিহিদ দুন্ইয়া ওয়া বা'সিন সানী।"

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.)

"এসেন্স অব ইসলাম" পুস্তকের সঙ্কলনের ভূমিকা থেকে অনুদিত

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাদিয়ান একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ছিল। এটি লাহোর থেকে প্রায় ৭০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। হযরত মির্যা সাহেবের পিতৃপুরুষ পারস্য বংশীয় ছিলেন এবং তাঁরা মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ এলাকায় বসবাস করতেন। ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর পূর্ব পুরুষ মির্যা হাদী বেগ সমরখন্দ থেকে ভারতবর্ষে শ' দুয়েক অধীনস্থ কর্মচারীসহ আগমন করেন এবং পূর্ব পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। যেহেতু মির্যা হাদী বেগ সম্রাট বাবরের দূর সম্পর্কের ভাই ছিলেন, তাই তাঁকে কাদিয়ান ও পার্শ্ববর্তী শ' খানেক গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এলাকার কাযী ও জমিদার নিয়োগ করা হয়। তখন সেই গ্রামটির নামকরণ করা হয় ইসলামপুর কাযিয়ান, কালের পরিক্রমায় ইসলামপুর অংশটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কাযিয়ান অংশটি থেকে যায় যা পরবর্তিকালে বিবর্তিত হয়ে কাদিয়ান নাম ধারণ করে ।

মির্যা হাদী বেগের উত্তর পুরুষগণ কাদিয়ানে সমৃদ্ধি লাভ করেন এবং মোঘল সম্রাটগণের রাজত্ব কালে এক প্রকার আধা-রাজকীয় মর্যাদা উপভোগ করতে থাকেন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোঘলদের রাজ কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে আসলে কাদিয়ানের প্রধানদের অবস্থাও দুর্বল হতে থাকে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ এর বড় দাদা (দাদার পিতা) মির্যা গুল মোহাম্মদ, যিনি জ্ঞানের জ্যোতির্মি-ত এক পি-ত ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি কাদিয়ানকে জ্ঞান চর্চার এক কেন্দ্র এবং আলেমদের এক আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন এবং অনেকগুলো গ্রাম তিনি এমন সব ক্ষুদ্রতর মুসলমান জমিদারদের দিয়ে দেন, যারা শিখদের দ্বারা নিজ জমিদারী থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, এ সময় কেন্দ্রীয় মোঘল কর্তৃত্বের স্থলে শিখদের অবস্থান দৃঢ়তর হতে থাকে।

মির্যা গুল মোহাম্মদের পর তার পুত্র মির্যা আতা মুহাম্মদ তাঁর উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় শিখদের দাপটে ক্রমাগতভাবে কাদিয়ান এষ্টেটের অধীনস্থ এলাকা হাত ছাড়া হতে থাকে। পরিশেষে রামগড়িয়া শিখ সম্প্রদায় শঠতার আশ্রয় নিয়ে খোদ কাদিয়ান নিজ করতলগত করে ফেলে এবং মির্যা আতা মুহাম্মদ স্বপরিবারের কাদিয়ান থেকে নির্বাসিত হয়ে প্রতিবেশী রাজ্য কপুরথলায় আশ্রয় নেন। মির্যা আতা মুহাম্মদ কপুরথলায় নির্বাসিত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র মির্যা গোলাম মর্তুজা তাঁর মরদেহ কাদিয়ানে নিয়ে এসে তাঁদের পারিবারিক গোরস্থানে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে দাফন করেন।

মহারাজা রণজিৎ সিং যখন পাঞ্জাবের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ-এর পিতা মির্যা গোলাম মর্তুজাকে কাদিয়ানে প্রত্যাগমনের অনুমতি দেন এবং কয়েকটি গ্রাম ফিরিয়ে দেন যেগুলো ইতিপূর্বে কাদিয়ান এষ্টেটের অন্তর্গত ছিল।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদের জন্মের সময় তাঁদের পারিবারিক অবস্থা কিছুটা উন্নতি লাভ করে এবং অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র ও বঞ্চনার যুগের অবসান ঘটে।

মির্যা গোলাম মর্তুজা মহারাজা রঞ্জিত সিং এর অধীনে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং কয়েকটি অভিযানে তাঁর অবদানের জন্য স্বীকৃতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি এবং তাঁর পুত্র মির্যা গোলাম কাদির ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতেও বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন যা তদানিন্তন কর্তৃপক্ষের নিকট সমাদৃত হয়। জীবনের বাকী অংশে মির্যা গোলাম মর্তুজা সাবেক কাদিয়ান এষ্টেটের যেসব গ্রামের ওপর কর্তৃত্ব তারা হারিয়ে ছিলেন, সেগুলোর অন্তত কয়েকটি পুনরুদ্ধারের বৃথা ও অর্থহীন প্রচেষ্টায় নিজ অর্থ, সময় ও শক্তি নিয়োজিত করেন। তাঁর সকল প্রচেষ্টার ব্যর্থতা তাঁর জীবনকে তিক্ততায় পূর্ণ করেছিল এবং হতাশা বুকে নিয়েই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

এরপর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, মির্যা গোলাম কাদির, যিনি পরিবারের প্রধান হন, প্রায় আঠারো মাইল দূরে গুরুদাসপুর জেলা প্রশাসনে একটি সাধারণ চাকুরীতে নিযুক্ত হন।

ধর্মের দিকে শৈশব থেকেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ঝোঁক ছিল আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ঝোঁক আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি যতই বড় হতে থাকেন, ধর্মচর্চা এবং ধর্মীয় বিষয়াবলী বিশেষত পবিত্র কুরআনের অধ্যয়নে বেশি থেকে বেশি সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর পিতা

গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি কোন দিন স্কুলে যান নি। কৈশোর ও এরপর যৌবনে উপনীত হলে তাঁর পিতা বৈষয়িক বিষয়াদির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে উদগ্রীব হন, যা ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর প্রয়োজন পড়তে পারে। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় তিনি তেমন সফলতা লাভ করতে পারেননি। সন্তানসুলভ আনুগত্য ও পিতার প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতির কারণে, মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) পূর্বপুরুষের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার যে অংশ তাঁর পিতা তাঁর ওপর ন্যস্ত করতেন তা সমাধা করার চেষ্টা করতেন। তবে এসবই তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে করতেন, কেননা বৈষয়িক বিষয়াদির প্রতি কোনো আকর্ষণ তাঁর হৃদয়ে ছিল না, তার হৃদয় প্রশান্তি পেতো না এতো।

একবার তাঁর পিতা তাঁর জন্য সিয়ালকোটে একটি সাধারণ প্রশাসনিক চাকুরীর ব্যবস্থা করেন। এটিও পিতার আনুগত্যের খাতিরে তিনি গ্রহণ করেন এবং যখনই তাঁর পিতার মানসিকতা তাঁকে এ থেকে ইস্তফার সুযোগ করে দেয়, সেই প্রথম সুযোগেই তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুকালীন অবস্থা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন :

"যখন আমার পিতা ইন্তেকাল করেন, তখন আমার বয়স ৩৪ কি ৩৫। এক স্বপ্নে আমাকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তখন আমি লাহোর অবস্থান করছিলাম এবং দ্রুত কাদিয়ান প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি আমাশয়ে ভুগছিলেন, কিন্তু আমার এরূপ কোনো আশঙ্কা হয়নি যে তিনি পরের দিনই মৃত্যুবরণ করবেন। বরং তাঁর অবস্থার কিছু উন্নতিই পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং তাঁকে মনোবলের দিক থেকেও বেশ সুস্থ-সবলই মনে হচ্ছিল। পরের দিন দুপুরে আমরা সবাই তাঁর আশে-পাশে ছিলাম, যখন তিনি অত্যন্ত স্নেহভরে আমাকে খানিক বিশ্রাম নিতে বললেন, কেননা এটি ছিল জুন মাস এবং তাপ ছিল প্রচন্ড। আমি উপর তলার এক কামরায় বিশ্রামের জন্য গেলাম এবং এক ভৃত্য আমার পা মালিশ করতে লাগলো। এমন সময় খানিকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার ওপর ইলহাম অবতীর্ণ হল :

'ওয়াস সামায়ে ওয়াত তারেক'

অর্থাৎ 'সেই আগমনের কসম যেখান থেকে সকল ফয়সালা উৎসারিত এবং সেই ঘটনার কসম যা সূর্যাস্তের পর ঘটতে চলেছে।'

আমার অন্তরে এ অনুভূতির উদ্রেক হয়েছিল যে এই বাণী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একটি শোকবার্তা বা সান্ত্বনাস্বরূপ ছিল। যেহেতু আমার পিতার মৃত্যু সে দিনই সূর্যাস্তের পর নির্ধারিত ছিল। সুবাহান-ল্লাহ্! (আল্লাহ্ তাআলা অতীব পবিত্র)। কত মহান সেই খোদা যিনি এমন এক ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক বার্তা প্রেরণ করেন যিনি নিজ জীবনকে বৃথা নষ্ট হওয়ার আফসোস বুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অনেকে আমার ব্যাখ্যায় অবাক হবেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। কিন্তু এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কারো সাথে অনুগ্রহের আচরণ করেন, তখন তিনি তার সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করে থাকেন। হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, কোন বিশেষ অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা হেসেছেন। এটিও তদনুরূপ অভিব্যক্তি।

যখন আমার ওপর এই ইলহাম অবতীর্ণ হল, যা আমার পিতার মৃত্যুর পূর্বাভাস ছিল, তখন আমার মানবীয় দুর্বলতার জন্য এ চিন্তা আমার মনে উদ্রেক হল যে, জীবিকা নির্বাহের কিছু উৎস, যা আমার পিতার নিকট ছিল, তা এখন বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা হয়তো সমস্যাবলীর মধ্যে পড়বো, এমতাবস্থায় আমার ওপর আরেকবার ইলহাম অবতীর্ণ হল :

'আলায়সাল্লাহু বিকাফিন আব্দাহু'

অর্থ : 'আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?'

এ ইলহাম আমাকে গভীরভাবে আশ্বস্ত করে ও সন্তুষ্ট করে এবং আমার অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয়। সর্বশক্তিমান খোদা যার হাতে আমার প্রাণ, এর কসম করে বলছি, তিনি এ আশ্বস্তকারী সকল প্রয়োজন এমনভাবে পূরণ করেছেন যেমনটি কোন পিতার পক্ষেও কারো জন্য করা সম্ভব নয়। আমি অবারিত ধারায় তাঁর অনুগ্রহ ও আশীষ লাভ করেছি, যা আমার পক্ষে গণনা করা সম্ভব নয়।

আমার পিতা সেই দিনই সূর্যাস্তের পর মৃত্যুবরণ করেন। আর এটিই ছিল প্রথম দিন যে দিন আমি ইলহামের মাধ্যমে ঐশী অনুগ্রহের নিদর্শন লাভ করি, যার প্রভাব আমার জীবদ্দশায় কখনো নিঃশেষ হবে বলে আমি কল্পনা করতে পারি না। ইলহামের শব্দগুলো আমি মোটামুটি মূল্যবান একটি পাথরে খোদাই করে একটি আংটিতে বসিয়ে নিয়েছিলাম এবং তা আজও আমার নিকট যত্নসহকারে সংরক্ষিত আছে। আমার জীবনের প্রায় চল্লিশটি বছর আমার পিতার ছাঁয়ায় অতিবাহিত হয়েছিল, আর তাঁর ইহলোক ত্যাগের পর থেকে আমি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ঐশী ইলহাম লাভ করতে শুরু করলাম।"

[কিতাবুল বারীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৩ খন্ড, পৃ: ১৯২-১৯৫ পাদটীকা]

এটি ছিল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ইলহাম লাভের প্রথম অভিজ্ঞতা। যেমনটি তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৪ কি ৩৫ বছর।

সময়ের অতিক্রমণের সাথে সাথে এরূপ অভিজ্ঞতা ক্রমাগত বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা সংখ্যায় ও বিষয়াদির পরিসরে ব্যাপকতা লাভ করে। এর মধ্যে নিরাপত্তা, উন্নতি ও সমর্থনের পাশাপাশি সুমহান ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ও ঐশী নিদর্শনাবলীও প্রকাশিত হতে থাকে।

পিতার মৃত্যুতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) পিতার অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু এর সম্পূর্ণ অংশের ব্যবস্থা নিজ বড় ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজে সেই যৎসামান্য অনাড়ম্বর জীবনোপকরণে সন্তুষ্ট হয়ে যান যা তাঁর ভাই তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য প্রদান করতেন। ইহজগত তাঁর উদ্বেগের কেন্দ্র ছিল না, বরং তাঁর সর্বশক্তি ও মনোযোগ খোদা তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং সন্তুষ্টি অর্জনে নিবদ্ধ ছিল।

তাঁর পিতা অল্প বয়সেই তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সাংসারিক জীবনের দায়িত্বাবলীও তাঁকে সেই সাধনা থেকে দুরে সরাতে পারেনি যা তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দুই পুত্র হয়েছিল, মির্যা সুলতান আহমদ এবং মির্যা ফযল আহমদ। ঐশী দিক নির্দেশনা অনুসারে ১৮৮৪ সালে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশে। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তিনি বেশ কয়েকজন সন্তান লাভ করেন। এর মধ্যে তাঁর মৃত্যু কালে তিন পুত্র ও দুই কন্যা জীবিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জনের জন্ম ১২ই জানুয়ারি, ১৮৮৯ এবং তাঁর নাম রাখা হয় মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ। তাঁর জন্মের মধ্য দিয়ে তাঁর পিতার এক মহান ও বহুমুখী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় যা তিনি ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬তে প্রকাশ করেছিলেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ধর্মীয় অধ্যয়ন কেবল ইসলামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অল্প বয়সেই তিনি তদানীন্তন ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মগুলোর অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং এ অনুশীলন তাঁর অন্তরে ইসলামী শিক্ষাসমূহের অনুরাগ ও উপলব্ধিকেই গভীরতর করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তিনি ইসলামের স্বপক্ষে এক মহান পাহলোয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধের উপলব্ধির ঘাটতি, যা এমনকি মুসলমান আলেম সমাজের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল, আর সাধরণভাবে মুসলমানদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে থাকা এবং ইসলামী শিক্ষাসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি তাঁকে অত্যন্ত মর্মাহত করতো।

তাঁর নিজ পরিবারেরই শাখা-প্রশাখা কুসংস্কারে ডুবে ছিল এবং সাধারণভাবে তারা ধর্ম ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের প্রতি বিদ্রুপাত্মক ছিল। তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলামকে অস্বীকার করতো, আর নিজ অবিশ্বাসের মিথ্যা গরীমায় তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পর্যন্ত বিদ্রুপ করতো এবং পবিত্র কুরআনকে অবমাননাকর দৃষ্টিতে দেখতো। এ বিষয়টি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে অত্যন্ত ব্যথিত করতো এবং যদিও তিনি বারংবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে ইসলাম, সর্বশক্তিমান খোদা, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং পবিত্র কুরআনের নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য, তাঁর এ প্রচেষ্টা তাঁর আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচার আচরণে সামান্য প্রভাবই বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এ ইলহামটি তাঁকে আরো বিষন্ন করে :

'ইয়াকতা'উ আবা'আকা ওয়া ইউবদা'উ মিনকা' অর্থ : তিনি (খোদা তাআলা) তোমার বংশের অন্যান্য শাখাকে কর্তন করবেন এবং তোমার মধ্য দিয়ে (তাঁর অনুগ্রহরাজিকে) জারি করবেন।

চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হতে হতে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের বিপরীতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় এর পতাকাবাহী পাহলোয়ান হিসেবে

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। এই পার্থিব জীবনে যা আমরা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তৌফিকে যা নিয়ে আমরা এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হলো; আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান নাবীঈন ও খায়রুল মুসলেমীন যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি যে, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা পবিত্র কুরআনের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত করতে কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে।

নিজেকে নিয়োজিত করার এক অদম্য চেতনা তাঁর মনে স্থান করে নেয়, এবং অবশেষে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও এর শিক্ষাসমূহের কল্যাণরাজি বর্ণনা করে এক পুস্তক লেখার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন এবং যুগান্তকারী সেই পুস্তকের নাম রাখেন 'বারাহীনে আহমদীয়া'। এই বইয়ের মুখবন্ধে তিনি ঘোষণা করেন যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারী যে কেউ বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে বর্ণিত যুক্তি ও দলিলসমূহের খ-ন করতে পারবে এবং ইসলামের স্বপক্ষে তিনি যে দলিলসমূহ পেশ করেছেন, তার এক পঞ্চমাংশও নিজ ধর্মের স্বপক্ষে পেশ করতে পারবে, তাকে ১০,০০০ (দশ হাজার রুপী) পুরস্কার দেয়া হবে, যা সেই সময় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর সাকুল্য সম্পত্তির মূল্যমান ছিল। শত বছর পেরিয়ে গেলেও আজ অবধি কেউ এ চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেনি। বারাহীনে আহমদীয়া রচনাকালেই, যখন এর মাত্র তিন বা চার খ- প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর ওপর এ ইলহাম অবতীর্ণ হয় যে, খোদা তাআলা তাঁকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন। তাঁর ওপর প্রত্যাদিষ্ট দায়িত্বের সূত্র ধরেই ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভিত্তি রচনা করেন। এর পরপরই তাঁর ওপর ইলহামের মাধ্যমে এ শুভ সংবাদও অবতীর্ণ হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক শেষ যুগের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী তিনিই। বারাহীনে আহমদীয়ার ১ম খ- প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তা মুসলমানদের মধ্যে এক অসাধারণ ও অভূতপূর্ব কীর্তিরূপে স্বীকৃত হয় এবং শীর্ষস্থানীয় মুসলমান আলেমগণ, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকী অত্যন্ত প্রশংসাসূচক বাক্যে এ মহান কর্মের গুণকীর্তন করে। এভাবে পরপর প্রকাশিত বারাহীনে আহমদীয়ার খ-গুলোর বদৌলতে এর বিশিষ্ট লেখক সমসাময়িক ইসলামী জগতের সবচেয়ে সুপরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বের আসনে উপনীত হন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী মনোনীত হওয়ার দাবী ঘোষণার সাথে সাথে সর্ব দিক থেকে অত্যন্ত তিক্ত ও অশ্রাব্য আক্রমণের এক ঝড় তাঁর ওপর আপতিত হয়। তাঁকে ইসলাম ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ ঘোষণা করা হয় এবং সব ধরনের নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ উপমা তাঁর ওপর আরোপ করা হয়। তাঁকে দাজ্জাল বলা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, তাঁর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। মুসলমান আলেম সামাজের দৃষ্টিতে মহা সম্মানিত আসন থেকে অকস্মাৎ তিনি অধ:পতিত হন এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ বা ব্যাখ্যা তাঁদের বিরোধিতার কঠোরতা ও তিক্ততাকে প্রশমিত করতে ব্যর্থ হয়। তাঁর বাকি জীবনও এরূপই চলতে থাকে এবং এখন যদিও তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে তথাপি তথাকথিত আলেম সমাজের গলার সবচেয়ে ধারালো কাঁটা এখনো তিনি এবং তাঁর এই জামা'ত। এ জামা'তের সদস্যগণ সময়ে সময়ে অত্যন্ত কঠোর বিরোধিতার শিকার হন। কিন্তু, এ বিরোধিতা কেবল এ জামা'তের পরিচিতিকেই ব্যাপকতর করে, যার ফলস্বরূপ ক্রমাগত বেশি থেকে বেশি বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষ এ জামা'তে যোগদান করতে থাকে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ওপর শুরুর দিকে অবতীর্ণ ইলহামগুলোর অন্যতম হলো

'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিবো।'

এ ইলহামের সময় এমনকি তাঁর নিজ এলাকাতেও তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল না আর প্রচার কার্যক্রমের সাধারণ উপকরণ ও সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। প্রাদেশিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার সাথেও কাদিয়ান যুক্ত ছিল না, এমনকি কাদিয়ান যাওয়ার জন্য কোন পাকা রাস্তা পর্যন্ত ছিল না। নিকটতম রেল ষ্টেশন ও টেলিগ্রাফ অফিস ১১ মাইল দূর ছিল এবং সেখানে পৌঁছতে প্রায় ঘন্টা তিনেকের সফর আবশ্যক ছিল। মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব সত্ত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচার শতাব্দীকাল ধরে বিস্তৃত হতে হতে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তগুলোতে পৌঁছেছে এবং ভবিষ্যদ্বাণী অসাধারণভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং অসাধাণভাবে এর বিভিন্নমুখী পূর্ণতা আমরা দেখে চলেছি।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবীর বিরোধিতায় মূল আপত্তি যা পূর্বেও ছিল এবং আজও আছে, তা হলো; পবিত্র কুরআনে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খাতামান নাবীঈন [৩৩ : ৪১] বলা হলেও তিনি মির্যা সাহেব নবী দাবী করেছেন, যা এর পরিপন্থী। তাঁর দাবী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ভুলভাবে উপস্থাপন করা থেকেই এ আপত্তির উদ্ভব। প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা নবুওয়াতকে শরীয়তধারী নবীর মধ্যে সীমিত করে তাঁর বিরোধিতা করেছে এই বলে যে, তিনি এরূপ (শরীয়তধারী) নবুওয়াতের দাবী করেছেন। এ আপত্তির বিপরীতে বার বার এবং জোরালোভাবে তিনি এ অভিযোগ এভাবে অস্বীকার করেন। বারংবার তিনি ঘোষণা দেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তিনি এর বিস্তৃততম ও সবচেয়ে উচ্চাঙ্গীন অর্থে খাতামান নাবীঈন বলে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখেন এবং নিজের নবুওয়াতের দাবীর অর্থ কেবল এটুকুই যে, তিনি বহুল সংখ্যায় আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্যে ভূষিত হয়েছেন; এবং তিনি নতুন কোন শরীয়ত আনেন নি বরং তিনি সম্পূর্ণভাবে কুরআনের অনুগত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের

ফলে এবং তাঁর মধ্যে নিজেকে বিলীন করে তাঁরই প্রতিভূ হওয়ার কারণেই আল্লাহ্ তাআলা ঘন ঘন বাক্যালাপের সৌভাগ্য তাঁকে দান করেছেন। এ বিষয়টি তাঁর লেখনী থেকে নেয়া নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট হয় :

'যু আশ্‌শাকে ফুরকান ও পয়গম্বরীম বদেস আমদীম ও বদেস বুগযরীম'

অর্থ : আমরা তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত যাঁরা কুরআন ও রসূল (সা.)-এর প্রেমিক;

এ পথেই আমরা এতোদুর এসেছি আর এ পথই আমরা সর্বদা অনুসরণ করবো।

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'**। এই পার্থিব জীবনে যা আমরা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তৌফিকে যা নিয়ে আমরা এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হলো; আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান নাবীঈন ও খায়রুল মুসলেমীন যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি যে, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা পবিত্র কুরআনের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত করতে কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে।

যদি কেউ এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সেব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামা'ত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আর এও আমাদের বিশ্বাস যে, সীরাতুল মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দুরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতেই পারে না, যা কিছু আমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে তা কেবল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিফলন হিসেবে ও তাঁর মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছি। [ইযালা-এ-আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড পৃ. ১৬৯-১৭০]

যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এগুলোতেই আমাদের ঈমান। আর খোদার যে কালাম, অর্থাৎ কুরআনকে আঁকড়ে ধরার আদেশ রয়েছে আমরা সেটিকেই আঁকড়ে ধরি। ফারুক (রা.) [হযরত উমর (রা.)] -এর ন্যায় আমাদের ঘোষণা **'হাসবুনা কিতাবুল্লাহ্'** (আল্লাহ্‌র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট), এবং আয়েশা (রা.)-এর ন্যায় যখন কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, তখন আমরা কুরআনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আমরা এই কথার ওপর ঈমান রাখি যে, খোদা তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল ও খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ফিরিশ্‌তা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, কিয়ামত, বেহেশ্‌ত ও দোযখে বিশ্বাস রাখি। আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'**-এর ওপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মরে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের ওপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদা তাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের ওপর আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। আমরা আসমান ও যমীনকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, এটিই আমাদের ধর্মবিশ্বাস।

[আইয়ামুস সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খন্ড, পৃ. ৩২৩]

আমি আল্লাহ্ তাআলাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি কাফির নই। আমি **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'**-এ [আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল।] বিশ্বাস করি।

আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে বিশ্বাস করি যে, **'ওয়া লাকির রাসূলুল্লাহে ওয়া খাতামান নাবীঈন'** [বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামান নাবীঈন]

যেমন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার নামসমূহ এবং যেমন পবিত্র কুরআনের শব্দসমূহ এবং যেমনটি সেই সকল পূর্ণাঙ্গতা বা শ্রেষ্ঠত্বসমূহ যা আল্লাহ্‌র রসূলের মানদন্ডে মহানবী (সা.) লাভ করেছেন সেই সব গুরুগম্ভীর কসমের সাথে আমি ঘোষণা করছি যে, আঁ হযরত (সা.)-এর ওপর আমার পরিপূর্ণ ঈমান

রয়েছে। আমার ধর্ম বিশ্বাসের কোন অংশ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশের পরিপন্থী নয়। যদি কেউ এরূপ ধারণা করে থাকে, তবে নিশ্চয় তা তার ভুল বুঝার ফল। যে কেউ আমাকে এর পরও কাফির গণ্য করে এবং আমাকে কাফির অভিহিত করা থেকে বিরত হয় না, তার স্মরণ রাখা উচিত যে, মৃত্যুর পরে এর জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সর্বশক্তিমান খোদা তাআলা সাক্ষী যে, খোদা তাআলা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ওপর আমার ঈমান এতোটাই দৃঢ় যে, যদি এ যুগের সকলের ঈমানকে এক পাল্লায় রেখে আমার ঈমানকে আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তবে আল্লাহ্‌র ফযলে আমার ঈমান ভারী সাব্যস্ত হবে।

[কারামাতুস সাদেকীন, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খন্ড, পৃ. ৬৭]

আমার শিক্ষার সারাংশ এই যে, খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান কর এবং খোদা তাআলার বান্দাদের জন্য সহমর্মিতার অনুভূতি অবলম্বন কর। আর সদাচরণকারী ও সৎ চিন্তা ধারণকারী মানুষ হয়ে যাও। এমন হয়ে যাও যেন কোন বিশৃঙ্খলা ও অশিষ্ট আচরণের কোন কিছু তোমাদের নিকটেও আসতে না পারে। মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করো, আর বানোয়াট কথা বলা থেকে বিরত হও, আর নিজ জিহ্বা বা হাত দিয়ে কাউকে কষ্ট দিও না।

প্রত্যেক প্রকারের গুনাহ্ থেকে দুরে থাকো, আর নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। পবিত্র ও পাপমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করো।....কাম্য যে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি তোমার মূলনীতি হয়ে যাক। আর নিজ হস্ত, জিহ্বা ও চিন্তাকে প্রত্যেক অপবিত্র পরিকল্পনা ও বিশৃঙ্খলার পথ অবলম্বন ও অবিশ্বস্ততা থেকে রক্ষা করো। সর্বপ্রকার অন্যায়, সীমালঙ্ঘন, অসততা, ঘুষ, অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার হরণ, স্বজনপ্রীতি থেকে বিরত থাকো। অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করো। কুদৃষ্টি থেকে নিজ চক্ষুকে রক্ষা করো। আর কর্ণকে গীবত শ্রবণ থেকে দূরে রাখো।

আর কোন ধর্মের বা কোন জাতির বা কোন শ্রেণীর কোন মানুষের অমঙ্গল বা ক্ষতি সাধনের আকাংখা করো না। আর প্রত্যেকের জন্য সদুপদেশ দানকারী হয়ে যাও। আর এমন যেন হয় যে, বিশৃঙ্খলাকারী, দুষ্ট, বদমায়েশ ও অসাদাচরণকারী লোকেরা কখনো তোমার সঙ্গী না হয়। প্রত্যেক পাপ থেকে বাঁচো, আর প্রত্যেক নেকী অর্জনের প্রয়াসী হও। তোমাদের অন্তঃকরণ যেন ধোঁকা থেকে মুক্ত হয়। আর তোমাদের অন্তরে পাপকর্ম ও বিদ্রোহের পরিকল্পনার উদ্রেক যেন না হয়।

স্মরণ রাখো, আমাদের ধর্মবিশ্বাস এই যে, পবিত্র কুরআন শেষ কিতাব ও শেষ শরীয়ত, এবং এরপর কিয়ামত পর্যন্ত এ অর্থে কোন নবী নাই যিনি শরীয়তধারী হবেন অথবা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুবর্তিতার মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন পথে ওহী লাভ করতে পারেন। বরং কিয়ামত পর্যন্ত এ দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে আর নবী (সা.)-এর অনুবর্তিতার মাধ্যমে ওহীর নেয়ামত লাভের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা আছে। সেই ওহী [রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর] অনুবর্তিতার ফল, তার ধারা কখনো ছিন্ন হবে না। কিন্তু, শরীয়তধারী নবুওয়াত বা স্বাধীন নবুওয়াতের ধারা ছিন্ন হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ দ্বার উন্মুক্ত হবে না।

আর সেই খোদাকে চেনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করো যার সন্ধান লাভের মধ্যে আমাদের নাজাত, যার সান্নিধ্য লাভ করাই চূড়ান্ত মুক্তি। সেই খোদা কেবল তাঁরই নিকট প্রকাশিত হন, যিনি পরিপূর্ণরূপে তাঁর হয়ে যান। যে হৃদয় পবিত্র, সেই হৃদয়ই তাঁর সিংহাসন, আর সেই জিহ্বা যা মিথ্যা, কটু ও বৃথা বাক্য থেকে মুক্ত, তাঁর ঐশীবাণী অবতরণের স্থান হয়ে যায়। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যিনি তাঁর সন্তুষ্টিতে বিলীন হন, তাঁর অলৌকিক শক্তির বিকাশস্থল হয়ে যান। [কাশফুল গীতা, রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খন্ড, পৃ. ১৮৭-১৮৮]

স্মরণ রাখো, আমাদের ধর্মবিশ্বাস এই যে, পবিত্র কুরআন শেষ কিতাব ও শেষ শরীয়ত, এবং এরপর কিয়ামত পর্যন্ত এ অর্থে কোন নবী নাই যিনি শরীয়তধারী হবেন অথবা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুবর্তিতার মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন পথে ওহী লাভ করতে পারেন। বরং কিয়ামত পর্যন্ত এ দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে আর নবী (সা.)-এর অনুবর্তিতার মাধ্যমে ওহীর নেয়ামত লাভের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা আছে। সেই ওহী [রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর] অনুবর্তিতার ফল, তার ধারা কখনো ছিন্ন হবে না। কিন্তু, শরীয়তধারী নবুওয়াত বা স্বাধীন নবুওয়াতের ধারা ছিন্ন হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ দ্বার উন্মুক্ত হবে না। যে বলে যে, সে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুবর্তী নয়, আর শরীয়তধারী নবী বা এ উম্মতের বাইরে শরীয়তবিহীন নবী হওয়ার দাবী করে, তার উপমা এমন ব্যক্তির ন্যায় যাকে এক প্লাবনে শক্তিশালী স্রোত ভ্রান্ত পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যা থেকে মৃত্যুর পূর্বে উদ্ধার পাওয়ার তার কোন পথ নেই।

[রিভিউ বর মুবাহাসা বাটালভী ও চক্রালভী, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খ-, পৃ. ২১৩]

এ মূলনীতি অত্যন্ত প্রিয় ও শান্তির পথ প্রশস্তকারী এবং পারস্পরিক সমঝোতার

ভিত্তি রচনাকারী এবং নৈতিক অবস্থা উন্নয়নে সহায়ক যে, আমরা ধরা পৃষ্ঠে আগমনকারী সকল নবীকে সত্য বলে মেনে নেই। তারা ভারতবর্ষেই এসে থাকুন না কেন, বা পারস্যদেশে বা চীনে বা অন্য কোন দেশে, খোদা তাআলা কোটি কোটি হৃদয়ে তাঁদের সম্মান ও মাহাত্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর তাদের ধর্মমতের শিকড়কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর বহু শতাব্দী ধরে তাদের ধর্ম পালিত হয়ে আসছে।। এটিই সেই নীতি যা কুরআন আমাদের শিখিয়েছে। এ নীতির অনুসরণেই আমরা প্রত্যেক এমন ধর্মের যা এ শর্ত পূরণ করে (অর্থাৎ শত শত বছর ধরে প্রচলিত)-এর প্রবর্তকদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকি, তা হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক হোক, বা পারসী (যরথুস্ত্রীয়)-দের বা চীনাদের ধর্মের বা ইহুদীদের বা খ্রিষ্টান হোক না কেন।

[তোহফা কায়সারিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খ-, পৃ. ২৫৯]

প্রত্যেক নবীর সত্যতা তিনভাবে বুঝা যায় : **প্রথমত,** যুক্তির মাধ্যমে, অর্থাৎ দেখা উচিত, সেই নবী বা রসূল যখন এলেন তখন সুস্থ্য বিবেকের সাক্ষ্য কী? তখন তাঁর আগমণের আদৌ প্রয়োজন ছিল, কি ছিল না? আর এ সময়ে কোন সংশোধনকারী জন্ম নেয়ার প্রয়োজন – মানুষের বর্তমান অবস্থা এটা দাবী করে, নাকি করে না।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী, অর্থাৎ দেখা উচিত, পূর্বের কোন নবী তাঁর পক্ষে বা স্বীয় যুগের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে কারো আবির্ভূত হবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কিনা?

তৃতীয়ত, ঐশী সাহায্য এবং আসমানী নিদর্শন, অর্থাৎ দেখা উচিত, তাঁর পক্ষে স্বর্গীয় সমর্থন রয়েছে কি'না?

এ তিনটি লক্ষণ আল্লাহ্‌র সত্য প্রত্যাদিষ্টকে চেনার জন্য আদি থেকে নির্ধারিত।

এখন হে বন্ধুগণ! খোদা তাআলা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এ তিনটি লক্ষণ আমার সত্যায়নের উদ্দেশ্যে এক স্থানে একত্র করে দিয়েছেন। এখন ইচ্ছা হলে গ্রহণ কর, না হয় প্রত্যাখ্যান কর।

[লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খ-, পৃ. ২৪১]

প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, আমার দাবীকে অস্বীকার করার কারণে কেউ কাফির বা দাজ্জাল সাব্যস্ত হতে পারে না। হ্যাঁ, এমন ব্যক্তি অবশ্যই ভ্রান্তিতে এবং সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত। আর আমি এমন ব্যক্তিকে অবিশ্বাসী বলে অভিহিত করি না। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে ভ্রান্তিতে নিপতিত এবং সত্য পথ ও এর কল্যাণ থেকে দূরে বলে মনে করি, যারা সেই সত্যকে অস্বীকার করে যা খোদা তাআলা আমার ওপর উন্মোচন করেছেন। সন্দেহ নেই যে, আমি এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত বলে মনে করি যারা ন্যায় ও সততা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু, কলেমা পাঠকারী কাউকে আমি কখনো কাফির অভিহিত করি না যতক্ষণ না আমাকে অস্বীকার করা এবং আমাকে কাফির অভিহিত করার ফলস্বরূপ সে নিজের ওপর নিজেই কাফির অভিধা গ্রহণ করে নেয়। আমি উপযাজক হয়ে কখনো তাদের জন্য কোনো ফতওয়া প্রস্তুত করি না। আর তারা নিজেরা এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, যদি আল্লাহ্‌ তাআলার দৃষ্টিতে আমি মুসলমান হয়ে থাকি, তাহলে তাদের বিষয়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর ফতওয়া এই যে, তারা নিজেরাই কাফির। সুতরাং আমি তাদেরকে কাফির বলি না; বরং তারা নিজেরাই আমাকে কাফির বলে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর ফতওয়ার অধীনে পড়ে যায়।

[তিরিয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫ খ-, পৃ. ৪৩২-৪৩৩]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও মাহদী (আ.) তাঁর পুরো জীবন ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। ২৬ মে, ১৯০৮ লাহোরে তিনি ইন্তেকাল করেন। এর পূর্বের দিন বিকাল পর্যন্ত তিনি একটি প্রবন্ধের রচনা কাজে ব্যস্ত ছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশের মুসলমান ও অমুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য একটি নীতিমালা প্রদান করা এবং যার নামকরণ তিনি করেন 'পয়গামে সুলেহ্‌' (শান্তির বাণী)।

তিনি উর্দু, আরবী ও ফারসীতে আশির অধিক পুস্তক রচনা করেন, যেগুলোতে বহু শতাব্দীর অধঃপতনে এর ইসলামের যে সংযোজন ও হস্তক্ষেপ হয়েছে তা থেকে মুক্ত করে তিনি (আ.) ইসলামী শিক্ষাসমূহকে পবিত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সুন্নাহ্‌র ভিত্তিমূলে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর লেখনী ও বক্তৃতাতে সেই নবজীবন দানকারী দর্শনকেও তিনি তুলে ধরেছেন যা পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আদেশ-নিষেধের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, যা বস্তুত সেই দিকনির্দেশনা যা তাঁর আগমনে সূচিত হয়েছে আর এই ক্রান্তিলগ্নে মানবজাতির জন্য এটা প্রয়োজন।

অনুবাদক ঃ

ড. আব্দুল্লাহ্‌ শামস্‌ বিন তারিক

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(তৃতীয় কিস্তি)

১৯৬১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামা'তের সদস্যদের সাথে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) প্রথম সারিতে চেয়ারে উপবিষ্ট তিনি, তাঁর ডান পাশে সাবেক ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মাদ সাহেবকে দেখা যাচ্ছে।

রূপসী বাংলার অপরূপ দৃশ্যে মোহিত এবং বাঙালি আহমদীদের মায়া-মমতায় সিক্ত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব হৃদয়ের টানে ১৭ এপ্রিল ১৯৬১ তারিখ বিমানযোগে আবার ঢাকার মাটিতে পদার্পন করেন। ১৯ এপ্রিল আসেন জামাতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। তখন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ২১-২৩ এপ্রিল ১৯৬১ অনুষ্ঠিত হয় ৪২তম সালানা জলসা। সাহেবযাদা মির্যা সাহেব তখন কেন্দ্রীয় নায়েম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ ছাড়াও বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। রাবওয়া থেকে আগত এ বুযুর্গদের জলসায় যোগদান আনন্দমুখরীত হয়ে উঠে। জলসার কর্মসূচী ঢেলে সাজানো হয়। ২২ এপ্রিল তৃতীয় অধিবেশনে তালিম ও তরবিয়তের উপর এক অসাধারণ বক্তব্য রাখেন মির্যা তাহের আহমদ সাহেব। যা বাঙালি আহমদীদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, মন প্রাণ পুলকিত হয়ে উঠে। ২৩ তারিখ সমাপনী দিবসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির মসনদে আরোহন করেন তিনি। পবিত্র কুরআন, হাদিস ও সুলতানুল কলমের আলোকে ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় এক অভূতপূর্ব ভাষণ দান করেন। মির্যা জাফর আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ওয়াকফে জাদীদের ওপর এক আবেগাপ্লুত বক্তব্য রাখেন। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের অনেক যুবক ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম হতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এর কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পায়। এদেশে তাঁর তত্ত্বাবধানে পূর্ণোদ্যমে ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়। সৃষ্টি হয় খোদার রাহে জিন্দেগী ওয়াকফকারী তেজোদীপ্ত বাঙালি মোয়াল্লেম। মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ-এর মতে, আহমদনগরে ১৯৫৯ সালে মোয়াল্লেম ট্রেনিং ক্লাস খোলা হয়। প্রথমে ১৬ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাদেরকে এ দেশের বিভিন্ন জামা'তে পদায়ন করা হয়। (আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব পৃঃ ২৯৩)।

প্রাদেশিক জলসা সমাপ্তির পর মির্যা তাহের আহমদ সাহেব তাঁর সফরসঙ্গীসহ ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জামাত সফরে বের হন। বাংলার মাটিতে পরিস্ফুটিত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রূহানীয়তের বাগানগুলিকে পরিচর্যায় ফুলে-ফলে সুরভিত করে তোলাই ছিল তাঁর সফরের উদ্দেশ্য। ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, সদর মুরব্বী মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব প্রমুখ বাঙালির সাথী ছিলেন। ঢাকা থেকে ট্রেনযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছুলে স্থানীয় আহমদীরা উচ্ছাসিত হয়ে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানান। শ্লোগানে মুখরীত করে তোলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের জনপদ। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে মৌলভী পাড়াস্থ মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গনে ৪৫তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় মৌলভী ছলিম উল্লাহ্ সাহেবের সুললিত কণ্ঠের নযম পাঠের পর সদর মুরব্বী মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, আহমদ তৌফিক চৌধুরী এবং মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের বক্তৃতামালার সাথে কাদিয়ানের নূরের পরশে নূরান্বিত মাওলানা আবূল আতা জলন্ধরী এবং জলসার প্রধান আকর্ষণ সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের প্রাণবন্ত ভাষণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। ঐশী বাণীর বিহগল বাঁজে। আমরা করবো বিশ্ব বিজয়ের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। জলসার অনুষ্ঠানের পর সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ক'দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করেন। বিভিন্ন আহমদীদের বাড়িতে বেড়াতে যান এবং স্থানীয় আহমদীরা হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজার করে বরণ করে নেন। "দেবে আর নেবে, মিলবে আর মিলাবে যাবে না ফিরে" মাহাত্ম্যে সকলের সাথে

আবির্ভূত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণের প্রেক্ষিতে ধর্মহারা সমাজে নিপীড়িত লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত ব্যক্তিদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বংশোদ্ভুত পৌত্রের শুভাগমনে যেন তাঁরই আবির্ভাব ঘটে। সুরাইয়া নক্ষত্রের ঐশী নূরের ফোঁটা পড়ে তাদের আপন বসতিতে। তাই স্থানীয় সদস্যরা বাঙালি কৃষ্টির ঐতিহ্যবাহী বাহারি পিঠা, বিভিন্ন খাবার ও মৌসুমী ফলে তাঁকে সানন্দে আপ্যায়ন করেন। তখন সেবাব্রতদের হৃদয়ের একতারাতে একত্ববাদের সুরে যেন বেঁজে উঠেছিল–

আমার সরোদে যত সুর আছে
বুকে আছে যত প্রেম,
খিলাফতের ডাকে উজাড় করে
হে মহান অতিথিগো তোমায় দিলেম।

তিনি অতিথি সেবায় অভিভূত হন। সেবাব্রতরাও তাঁর নূরের পরশে দোয়া ও ভালবাসায় আধ্যাত্মিতায় উন্নতি লাভ করেন। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সময় M.T.A. তে বর্ণনা করেছেন।

আহমদীপাড়াস্থ জামাতে আহমদীয়ার মসজিদের অদূরে দুগ্ধস্রোতস্বিনী শান্ত স্নিগ্ধ মায়াময়ী তিতাস নদীর নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক রূপ সৌন্দর্য দর্শনে স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিভোর ভ্রমণ-বিলাসী মানুষ মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের নৌকা ভ্রমণের সখ হয়। তখন ইংরেজী মে মাস বাংলায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রকৃতি কখনও শান্ত; আবার মাঝে মধ্যে ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি। খালবিল নদী-নালা পানিতে ভরে যাচ্ছে। শীতের নির্জীব তিতাসে যৌবনের আবির্ভাব। মাঝি পাল তুলে নৌকা বেয়ে যায়। শান্ত প্রকৃতিতে মৃদু হিল্লোলে তিতাস পরিপাটি। এমনই জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে অতিথিদের সেবাব্রতে নিয়োজিত কর্মোদ্যমী খাদেম মোহাম্মদ ইদ্রিস, ফরিদ আহমদ ও আহমদ মিয়া প্রমুখ সম্মানীত অতিথিদের নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সাহেবের নৌকায় শিমরাইল কান্দি নদীর ঘাট থেকে মেড্ডা কালভৈরব পর্যন্ত দু'কিলোমিটার পথ নৌকা ভ্রমণ করেন। জ্যোৎস্না রাতে নয়নাভিরাম শোভায় এ ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক ও প্রাণবন্ত হয়। মনকে পুলকিত করে তোলে। হাস্যোজ্জ্বল সৌখিন মানুষ মির্যা সাহেব কৌতুক বলেন এবং অনেক রসিকতা করেন। সখ করে নৌকার বৈঠা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নৌকা চালান। এ দেশের মাঝি-মাল্লার জীবন-যাত্রা ও কর্ম মন ভরে উপলব্ধি করেন। সেদিনের জ্যোৎস্না রাতের তিতাস নদীর নৌকার কান্ডারী এ মহান ব্যক্তিটি আগামী দিনের বিশ্বের শত-কোটি মানুষের মুক্তির নূহের কিস্তির কান্ডারী তথা বিশ্ব মানবতার আধ্যাত্মিক জগতের মুক্তির দিশারী হবে তা একমাত্র আলীমুল গায়েব আল্লাহ্তাআলাই জানতেন। কেননা আল্লাহ্তাআলা বলেন, অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁরই নিকট, তিনি ছাড়া তা কেউ জানেন না এবং জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন (আল আনআম ঃ ৬০)। তখন মির্যা সাহেবের উপদেশকে শিরোধার্য করে ধর্মপরায়ণ খাদেম মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব ধর্মের সেবায় নিজেকে পেশ করেছিলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নিকট থেকে মঞ্জুরী লাভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর ওয়াকফে জীন্দেগী হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফর প্রসঙ্গে সেদিনের স্থানীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ এবং জামাতের এক নিবেদিত ব্যক্তি ফরিদ আহমদ সাহেব স্মৃতিচারণে বলেন– 'হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এদেশে সফরকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কয়েকবারই তাঁর পদধূলী পড়েছে । তখন প্রধানত: জামাতের প্রেসিডেন্ট কফিল উদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে এবং আমার বাড়ীতে তাঁর আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা হয়। আমার স্ত্রী আমেনা বেগম এ মহীয়ান অতিথির জন্য অত্যন্ত যত্নের সাথে বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা করে। হুযূর (রাহে.) বিভিন্ন খাবারের মধ্যে ভাঁজা মাছ বেশি পছন্দ করতেন। বিশেষত: বড় চিংড়ি, ও বাংলা মাছ তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

১৯৬১ সালে এ মহান ব্যক্তি মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবসহ আমার বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ কালে এডভোকেট গোলাম ছামদানী খাদেম সাহেব মির্যা সাহেবকে বলেন –ফরিদ মিয়ার পাঁচটি মেয়ে ছেলে নেই, তাঁর ছেলের জন্য দোয়ার অনুরোধ করছি। তখন মির্যা সাহেব সবাইকে নিয়ে খাসভাবে দোয়া করেন। রাবওয়া গিয়ে আমার ছেলের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিকট দোয়ার আরজ জানান। ফলে ১৯৬২ সালে আমার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। হুযূর সানী (রা.) নিকট এ শুভ সংবাদ ও দোয়ার আরজ জানাই। হুযূর খাসভাবে দোয়া করেন এবং তার নাম রাখেন–ওয়াহেদ আহমদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: এ নামটি ব্যবহার করা হয়নি। বর্তমানে তাঁর নাম জসিম আহমদ। পরে আমার আরও ক'জন ছেলে মেয়ের জন্ম হয়। সবই তাঁদের দোয়ার ফসল। আমরা তাঁর অনেক দোয়া ও স্নেহ মমতা পেয়েছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্র মসনদে আসীন হওয়ার মত ব্যক্তিত্ব–এ মহান অতিথির আমার কুঁড়েঘরে পদচরণে এবং তাঁর খেদমত করার সুযোগ পেয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করি। আল্লাহ্ তাআলার নিকট শুকরিয়া জানাই, আল হামদুলিল্লাহ্।'

তখন মহিমান্বিত অতিথি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত দুর্গারামপুর জামাত সফর করেন। তিতাস নদীতে লঞ্চে যাতায়াতকালে লঞ্চের কেবিনে সিট বরাদ্ধ করা হয়। কিন্তু রূপসী বাংলার অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকনে মির্যা তাহের আহমদ সাহেব কেবিনের বাইরে মুক্ত নীল আকাশের নীচে সতীর্থ মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, মৌলভী মোহাম্মদ ও আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব প্রমুখের সাথে বসেন। তন্ময় হয়ে দেখেন নদী মাতৃক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং মাটি ও মানুষের কর্ম ও জীবন প্রবাহ। [চলবে]

আমরা কোথায় চলছি! ফিরে দেখা সময়ের দাবী

আনোয়ার আহমদ

মহান আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র মহা গ্রন্থ আল কুরআনের সৌন্দর্য ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, এটি আদিকালের সমস্ত ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বর্তমান সময়ের সকল সমস্যার সমাধান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আর কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে হুঁশিয়ার ও সঠিক পথের নির্দেশ দান করে। তারই নমুনা স্বরূপ পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতের মধ্যে থেকে মাত্র ২/১ টি আয়াত উল্লেখ করছি, কারণ সচেতন পাঠকের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে ঃ "(এবং প্রেরণ করছি) রসূলগণ শুভ সংবাদ বহনকারী এবং সতর্ককারীরূপে যেন রসূলগণের (আগমনের) পর মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন ওযর আপত্তি না থাকে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়" (সূরা আন নিসা ঃ ১৬৬)।

আরও বলা হয়েছে যে "এমন কোন জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।" (সূরা আল ফাতের ঃ ২৫)

সারা বিশ্বে আজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন বিভিন্ন ধর্মে, বর্ণে, ভাষায় ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে চলছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলা যুগে যুগে সময়োপযোগী নবী রসূল প্রেরণ করে থাকেন যাতে মানুষ খোদা তাআলাকে চিনতে পারে, যার ফলে ইহ ও পরকালীন জীবন সুন্দর ও স্বার্থক হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যখন কোন নবী রসূল তাঁদের সুন্দর শিক্ষাকে মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন তখনই মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আগত নবীদের চরম বিরোধিতায় মেতে উঠেছে। তবে তাদের সময়কালে খুব অল্প সংখ্যক লোকজন নবীদেরকে চিনতে ও মানতে পেরেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন এক সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সমাজে ছিল না কোন মানবতা, ন্যায় নীতি ও নিরাপত্তা, ছিল শুধু জোর যুলুম, কলহ বিবাদ, হানাহানি আর যুদ্ধবিগ্রহ। ধর্মীয় অনুভূতিতে শিরক ও কুফরীতে মত্ত ছিল তারা। খোদার আরাধনাকে ভুলে গিয়ে মূর্তি পূজা করে অহেতুক আত্মতৃপ্তি খুঁজতো, যদিও মূসা (আ.) এর শরীয়ত প্রচলিত ছিল তথাপি তওরাতের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে হাদীস তালমুদের ওপর জোর দিতো। এবং নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করে ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক কথায় জাহেলিয়াতের চরম সীমায় পৌঁছতে কিছুই আর বাকী থাকে নাই। মহানবী (সা.) এটা বুঝাতেই বলেছেন যে, "নিশ্চয় আমার উম্মতের ওপর সেই অবস্থা আসবে, যে অবস্থা বনী ইস্রাঈলের ওপর এসেছিল"।

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান)

এ প্রেক্ষাপটে যখনি আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব, আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য্য, সমস্ত নবীদের সরদার জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ আরবী (সা.) কে কুরআনের মহান শিক্ষাসহ এ ধরাধামে পাঠালেন মাত্র হাতে গণা কিছু সংখ্যক লোকজন ছাড়া চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী গোটা আরব জাহানের আপন পর সবাই তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে গেল। শুধু যে তাঁর (সা.) দাবী অস্বীকার করল তা নয় তাঁকে (সা.) পাগল, যাদুকর, পাথর মারা, বয়কট করা, এমনকি নানাভাবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতেও বাদ দেয় নি। অবশেষে তিনি (সা.) মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আক্ষেপ বান্দার জন্য তাদের কাছে এমন কোন রসূল আসে নাই যদের প্রতি তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে নাই (সূরা ইয়াসিন ঃ ৩১) অথচ মহানবী (সা.) যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-কল্যাণের আদর্শ নায়ক ছিলেন কুরআন তার জোরালো স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। যথা ঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূলের মধ্যে রয়েছে উৎকৃষ্ট আদর্শ! (সূরা আহযাব ঃ ২২) মুহাম্মদ (সা.) গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ। (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৮) তিনি (সা.) নবীদের মোহর বা সর্বশ্রেষ্ঠ (আহযাব-৪১)। তাঁর উম্মতই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১১)।

অপরদিকে মহাগ্রন্থ আল কুরআন সারা মানবজাতির কিয়ামত পর্যন্ত শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একথা আজ সকল জাতির জ্ঞানী গুণী, পন্ডিত, গবেষক, কবি-সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণ অকপটে স্বীকার করছেন।

যে কুরআন ও মুহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে আজ বিশ্বের মুসলমান গৌরব বোধ করে, প্রকৃতই এত গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও অতি আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে যে গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং নিজেরা শত দলে উপদলে বিভক্ত, এক দল অন্য দলের ছায়াও সহ্য করে না। অথচ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা দল উপদলে বিভক্ত হয়েছিল। (সূরা আলে ইমরান) যে মুসলমান, পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, দেশ এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ ছিল, সেই মুসলমান মহানবী (সা.)-এর আদর্শচ্যুত হওয়ার কারণে পুরো মানবজাতির জন্য হুমকি ও ক্যানসার হয়ে দাঁড়িয়েছে, অস্বীকারের উপায় নেই। কুরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে শান্তির ধর্ম ইসলাম কায়েম করার নামে যত্রতত্র বোমা হামলা করে মুসলমানের সুনাম আর বাকী রাখছে বলে মনে হয় না, যে হামলা এখনো চলমান।

আজ যে কোন সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, মিথ্যা, পরনিন্দা, সুদ, ঘুষ, চুরি, ব্যভিচার, দূর্নীতির কুটকৌশল, সন্ত্রাস, বৈবাহিক জীবনে হিলা-শরা, স্বার্থ সিদ্ধি ও যৌতুক আদায় ইত্যাদি মুসলমানের জন্য রীতিমত এক নির্লজ্জ ব্যাপার। একটি মাসিক পত্রিকা "জাহানে নও" বিশেষ সংখ্যায় লিখেছে, আমরা কোন্ স্তরের মুসলমান তা চিন্তা করার দিন এখন। (পৃঃ ২৬)।

যারা নিজেদেরকে ধর্মের রক্ষক বলে মনে করে তারাই আবার রক্ষকের স্থলে ভক্ষক আর খাদকে পরিণত হয়েছে। কারণ ওয়াজ নসিহতের উদ্দেশ্য হলো নিজের পকেট গরম করা, মিলাদের আয়োজনে টাকা, বিবাহের কলেমা পড়াতে টাকা, কবর যিয়ারত করতে টাকা, পানিতে তেল পড়া, তাবিজ দেওয়া,

জিন ভুতেরে হাজির করা আবার তাড়ানো শুধু টাকা আর টাকা, আহা রমরমা ব্যবসার বাজার।

শুধু কি তাই! সাম্প্রতিক কালে আমরা কি দেখছি! জাতীয় মসজিদ-বায়তুল মোকাররমে স্বয়ং ইমামকে কেন্দ্র করে মসজিদের ভিতর জুতা মারামারীর দৃশ্য দেখতে হয়েছে পর পর তিন জুম্মা। নামায নিয়ে রাজনীতি। এর ভিতর আবার সন্ত্রাস। তাহলে ধর্ম ও ধার্মিকতা এবং নীতি নৈতিকতা কোথায় ? এতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ইসলামের রীতি নীতি আনুষ্ঠানিকতা যে মহান উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে মুসলিম আজ তার ধারে কাছেও নেই। সালাম বা নামাযের কথাই ধরা যাক এর উদ্দেশ্য হল ঐক্য বা একতা বজায় রাখা, ভ্রাতৃত্ব কায়েম করা, একে অপরের হিতাকাংখী এবং সর্বপরি এক ঐশী নেতার নেতৃত্বে নিজকে সম্পৃক্ত রাখা। যার ফলে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করাও সম্ভব, যা সকলেরই কাম্য। নতুবা নামায, জুমুআ, জামা'ত, ঈদ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা পালন করা খোদা তাআলার তো কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা করছি কি! চলছি কোথায়? আজকের এ সমস্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং অশান্ত পরিবেশ, নিরাপত্তাহীনতার একমাত্র কারণ, কোন সত্যের যামানা অর্থাৎ উপস্থিত কোন নবীর সময়কাল হতে যামানা যখন অনেক দূরে পৌঁছে যায়, তখন নবীদের শেখানো সৌন্দর্যপূর্ণ শিক্ষা, কার্যকলাপ আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে শির্ক, কুফর ও বিদাত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে আর একেই রীতি-নীতি ও শরিয়ত মনে করে। এর সংশোধনকল্পে আল্লাহ্‌র মনোনীত হাদী মাহ্‌দী বা ধর্ম সংস্কারক যদি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করে তখন উল্টো এই সমাজ বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষ অর্থাৎ বাপ-দাদাকে অনুসরণ করব।

(সূরা বাকারা ঃ ১৭১)

আজকের এ দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য রসূল পাক (সা.) বলেছেন, আমার উম্মত কিভাবে ধ্বংস হতে পারে যার প্রথম ভাগে আমি ও শেষ ভাগে মাহ্‌দী। তাই আজ সারা দুনিয়াতে মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে করুন পরিণতির একমাত্র কারণ আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট দাবীকারক ইমাম মাহদী (আ.)কে অস্বীকার করার ফলেই এ অবস্থার সৃষ্টি। যারা বলতে চান যে এখনো ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন হয়নি, তাহলে আপনি নিজেকে নিজে কি উত্তর দিবেন ঃ

(১) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন যিনি তাদের ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল ইলম, ৩৬)

এ অনুপাতে ১২০০ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত দাবীকারক ইমামদেরকে জগত এখন যদিও মানে কিন্তু তাদের সময়কালে তাঁরা নানা নির্যাতন ভোগ করেছেন। আর এখন চলতি শতাব্দীর দাবীকারক ইমাম কে? যদি তাঁকে স্বীকার না করেন তাহলে মহা নবী (সা.)-এর হাদীস এ যামানায় একেবারে কি অকেজো হয়ে গেলো বলে আপনি মনে করেন?

(২) রসূল পাক (সা.) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করবে। তাহলে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছেন কার আশায়? বিগত শতাব্দীর একমাত্র দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। তিনি খোদা তাআলার পক্ষ থেকে কসম খেয়ে মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদীর দাবী করেন।

(৩) আপনি জানেন যে, মিথ্যা দাবীদার কোন দিন সফলতা লাভ করে না। কারণ আল্লাহ্ পাক বলেন : অত:পর আমরা তার (মিথ্যা দাবীদারের) জীবন শিরা কেটে দিতাম! (সূরা হাক্কা ঃ ৪৭)। অথচ তাঁর (আ.) জীবদ্দশায় আল্লাহ্ পাক তাঁকে ইলহাম করেন, "আমি তোমার প্রচারকে জমিনের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।" যার ফলে এত বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত আজ সারা পৃথিবীতে কায়েম হয়ে গিয়েছে। তা হলে এখনো কি তাকে সত্য নয় বলে মনে করবেন? বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে।

(৪) কুরআন হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে আজ জামা'তে আহমদীয়ার মধ্যেই দেখা যায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–এর বর্তমান পঞ্চম খলীফার যুগ চলছে। এরপরও কি বলবেন জামা'তে আহমদীয়া সত্য নয়? দাবীকারক খোদার কালাম মুখে নিয়ে বলেন, "লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন" অর্থাৎ মিথ্যাবাদীর ওপর খোদার অভিশাপ (৩ ঃ ৬২) এখন আপনি বিষয়টাকে কিভাবে নিবেন। কেউ কি কোন দিন নিজের অমঙ্গল কামনা করে?

(৫) হাস্যকর কেচ্ছা কাহিনী শুনে কতকাল ঘুমাবেন যে, মাহদী (আ.) কোন পাহাড়ে লুকিয়ে আছেন। কিয়ামতের ৪০ দিন আগে বাহির হবেন। তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধ করবেন। ইসলাম না মানলে কতল করে দিবেন। এটাই যদি হয় তাহলে তো তিনি এক জন খুনি হিসেবে বিবেচিত হবেন। আকিদা বা বিশ্বাস ঠিক না করে শুধু কতলের ভয়ে ইসলাম কবুল করলে, এইরূপ ঈমানে ইসলামের কি কোন মূল্য থাকে? তবে ইসলামের সুনাম ও সৌন্দর্য থাকলো কোথায়?

(৬) আমরা সবাই জানি যে, দুনিয়াতে এমন কোন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও দেশ পাওয়া যাবে না যার কোন এক জন সর্বোচ্চ নেতা বা ঈড়সসধহফবৎ নেই যার নেতৃত্বে ঐ প্রতিষ্ঠান সুসংগঠিত ভাবে চলে। আজ সারা দুনিয়াতে প্রায় দুই শত কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও এর কোন একক আধ্যাত্মিক নেতা থাকবে না, তা কি করে কল্পনা করা যায়? আর যিনি বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা উপস্থিত আছেন তাঁকে অস্বীকার করার কারণ কি? তবে একান্তই স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক বর্ণ গোষ্ঠীকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করবেন।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭২)

এর পরও যদি কেউ জেগে জেগে ঘুমিয়ে থাকেন, তার ঘুম ভাঙ্গানো ফিরিশ্‌তার পক্ষেও সম্ভব নয়। তাই তাকে ১টা কবিতা উপহার দেয়া যায়। তা হলো ঃ

হায়রে কপাল মন্দ
চোখ থাকিতে অন্ধ
থেকে যায় শুধুই ধন্ধ
ছড়াবে কী কেবলই দুর্গন্ধ!

আল্লাহ্ পাক তামাম মানবজাতিকে সত্য উপলব্ধি করে মান্য করবার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের ২ দিন ব্যাপী ২৯তম সালানা জলসা-২০০৯ অত্যন্ত সফলভাবে সুসম্পন্ন

আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম এর ২৯তম জলসা সালানা-২০০৯ গত ৬ ও ৭ মার্চ ২০০৯ইং রোজ শুক্র ও শনিবার চট্টগ্রামস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিক প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে অত্যন্ত সফলতার সাথে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১

শুক্রবার (৬ মার্চ ২০০৯ইং) বাদ জুমুআ ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধনী শুরু হয়ে যথারীতি তিনটি অধিবেশনে এবং আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এই মহতী জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সম্মানিত বিশেষ প্রতিনিধি মোহতরম মাওলনা ফিরোজ আলম সাহেব। জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন, হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্, আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর-মজলিসে আনসারুল্লাহ্, মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মুরব্বী সিলসিলাহ্, মাওলানা নওশাদ আহমদ, মোবাশ্বের মুরব্বী, চট্টগ্রাম জামা'তের স্থানীয় আমীর জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণেই মানবজাতির মুক্তি, মানবতার কল্যাণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম, আহমদীয়া খিলাফতের অবদান, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও আমাদের করণীয়, রিশতানাতার তাৎপর্য, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণ, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইত্যাদি বিষয়াদির ওপর বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ ও প্রাণ সঞ্চারী বক্তব্য রাখেন। জলসার প্রথম দিনের উদ্বোধনী প্রারম্ভে ঢাকাস্থ পিলখানায় মর্মান্তিকভাবে নিহত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের আত্মার মাগফেরাত এবং জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করা হয়।

জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সর্বজনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, আনোয়ার আহমদ, হাফেজ হোসেন আহমদ, নযম নূরে ইলাহী, মোহাম্মদ খালিদ হোসেন, আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান, মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়, সুলতান আহমদ ও এহসান আহমদ। প্রকাশ থাকে যে শনিবার সমাপ্ত অধিবেশনে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি আহমদীয়াত তথা ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা, নারীর মর্যাদা ও পর্দার গুরুত্বের প্রতি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। দু'দিন ব্যাপী জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন খান, এ্যাডভোকেট আব্দুল মোমেন ভুঁইয়া, ফাদার জীবন গোমেয, এ্যাডভোকেট রানা দাশ গুপ্ত এবং ডাঃ মাহফুজুর রহমান সাহেব।

পরিশেষে জলসা কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ মমতাজ আহমদ শুকরিয়া/কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই সালানা জলসায় বহু পুণ্যবান ধর্মপ্রাণ অ-আহমদী ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজন শুভেচ্ছা বক্তব্যও রেখেছেন। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক ভ্রাতাদের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়া/টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকও আমাদের জলসা কভার করতে এসেছিলেন।

এবারকার জলসায় জেরে তবলীগ ভ্রাতাগণের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মত এবং জলসার আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান শেষে ২১ ভ্রাতা বয়আত নিয়ে এই ঐশী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

সৈয়দ মমতাজ আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ-এর ৫ম সালানা জলসা -২০০৯ অনুষ্ঠিত

জলসায় অংশগ্রহণকারী সদস্য বৃন্দের একাংশ

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমতে গত ২০শে মার্চ ২০০৯ইং রোজ শুক্রবার অত্যন্ত সাফল্য জনক ভাবে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জ এর ৫ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মোহতরম আবুল খায়ের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন সকাল ১০টায় আরম্ভ হয়। উক্ত অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবী হাফেজ আবুল খায়ের, উর্দু নযম আবৃতি করেন কাউসার আহমদ রাজীব, উদ্বোধনী ভাষন ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আবুল খায়ের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪ আ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। স্বাগত ভাষন প্রদান করেন মোহতরম এডভোকেট তাইজউদ্দিন আহমদ, আমীর, নারায়ণগঞ্জ। উক্ত অধিবেশনে খাতামান্নাবীঈন (সা.) এর শান ও মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন, মুবাশ্বের মুরব্বী। অতপর উর্দু নযম আবৃতি করেন এহসানুল হাবিব জয়। ইসলামে নারীর অবস্থান এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর–মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ।

নামাজ জুম্মা ও দুপুরের খাবারের বিরতির পর সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায়। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম এডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। উক্ত অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন চৌধুরী আতহারুল ইসলাম। উর্দু নযম আবৃতি করেন মোরসালিন আহমদ এবং বাংলা নযম আবৃতি করেন জিকরে ইলাহী।

অতপর আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের প্রমান এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব নাজির আহমদ ভূইয়া। নেযামে ওসীয়্যত ও মালী কুরবানী এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব ফজলে-ই-ইলাহী, ইন্টারনাল অডিটর। ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতা ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। শুকরিয়া জ্ঞাপন ও দোয়ার এলান করেন জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ, অফিসার জলসা সালানা। পরিশেষে সমাপ্তি ভাষন ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম তাসাদ্দক হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ, মোহতরম সাদেক দূর্গারামপূরী সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর ঢাকা জামা'ত। মোহতরম মোহাম্মদ মনজুর হোসেন, আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'ত। তাছাড়া বিভিন্ন জামা'তের আহমদী ও প্রায় ৭০জন জেরে তবলীগ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের গন্য মান্য ব্যাক্তি ও স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার সহ প্রায় ৬ (ছয়) শতাধিক দর্শক শ্রোতা উক্ত জলসা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে জলসা অনুষ্ঠান শেষে এক তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত জেরে তবলীগদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

রফি উদ্দিন আহমদ

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

মুন্সীগঞ্জে "বায়তুল আউয়াল" মসজিদ নির্মাণ সুসম্পন্ন

গত ০৮/০৩/০৯ইং তারিখে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব মুন্সীগঞ্জে "বায়তুল আউয়াল" মসজিদ উদ্বোধন করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জ জামা'তের আমীর এ্যাডভোকেট তাইজউদ্দিন আহমদ, মাওলানা বশিরুর রহমান ও অন্যান্য সদস্যগণ। উক্ত জামা'তের উন্নতির জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আরিফ হোসেন

নবনির্মিত মসজিদ "বায়তুল আউয়াল" এর সামনে দাঁড়িয়ে হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জ জামা'তের আমীর এ্যাডভোকেট তাইজউদ্দিন আহমদ, মাওলানা বশিরুর রহমান ও অন্যান্য সদস্যগণ।

সারাদেশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

নাসেরাবাদ

গত ২৩/০৩/০৯ইং তারিখ রোজ সোমবার বাদ আছর নাসেরাবাদ জামা'তে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী সাহেব। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মিজানুর রহমান। নযম পরিবেশন করেন এস এম, শাহীন মাহমুদ। এরপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী ও ২৩ মার্চ দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তৃতা করেন পর্যায়ক্রমে সর্বজনাব এ, এইচ, এম জহীর উদ্দিন মাষ্টার, মজিবর রহমান সরকার, আব্দুস সাদেক ও মৌ. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এতে মোট ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

ফতুল্লা

গত ২৭/০৩/২০০৯ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফতুল্লার স্থানীয় মসজিদে যথাযোগ্য মর্যাদায় মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত দিবসে সভাপতি ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ডা. ফরিদ আহমদ, নযম পেশ করেন মুসলিম উদ্দিন আহমদ। এরপর উল্লেখিত দিবসের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব সামসুদ্দিন আহমদ, এস, বি, শিবলী, কাজী মোবাশ্বের আহমদ, মৌ. মোহাম্মদ আমীর হোসেন ও বোরহানুল হক। সবশেষে সভাপতি সাহেব তার সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই অনুষ্ঠানে ৫ জন জেরে তবলীগ সহ সর্বমোট ৮৭ জন আহমদী সদস্য/সদস্যা অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

শৈলমারী

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে গত ২৩/০৩/২০০৯ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শৈলমারী-তে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সালাহ্ উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। উক্ত দিবসের শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন তারেক আহমদ, নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ শিমুল মিয়া। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. মোজাফ্ফর আহমদ। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনি ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের সমাপ্ত হয়। এতে ১৮ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

তারেক আহমদ

বগুড়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বগুড়ার উদ্যোগে গত ২৩/০৩/০৯ তারিখে বাদ মাগরিব মোহতরম প্রেসিডেন্ট খন্দকার আজমল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মতিউর রহমান , নযম পরিবেশন করেন জনাব এ, এইচ, এম, মমতাজ আলী। এরপর দোয়ার মাধ্যমে মূল

অনুষ্ঠান শুরু হলে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দাবীসমূহ এবং আপত্তি খন্ডন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য, তাঁর পদমর্যাদা ও আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে জনাব আব্দুল্লাহ্ আহমদ, জনাব আবুল কালাম আজাদ, মৌ. এস, এম, আবু তাহের এবং প্রফেসার রাজিব উদ্দিন আহমদ। আলোচনা পর্বের মাঝে মতিউর রহমান ও আমাতুল হাফিজ ফেন্সী নযম পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সভাপতির বক্তব্য ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিবসের সামগ্রিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম প্রেসিডেন্ট খন্দকার আজমল হক সাহেব। ধন্যবাদ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মাঝে নাস্তা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম আজাদ।

খন্দকার আজমল হক

ময়মনসিংহ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ময়মনসিংহ এর উদ্যোগে গত ২৩/০৩ /০৯ইং মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হাই সাহেবের সভাপতিত্বে বাদ আছর জনাব আতিকুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। নযম পাঠ করেন যথাক্রমে খালেদ মুসনাদ খান, জনাবা আমাতুল জাহিদ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব মোস্তাফিজুর খান, আল মাহমুদ মিরন, মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, ময়মনসিংহ। সর্বশেষে সভাপতির ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ দিবসের সমাপ্ত হয়।

চাঁনতারা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চাঁনতারা হালকার উদ্যোগে গত ২৪/০৩ /০৯ইং মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। ময়মনসিংহ জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই সাহেবের সভাপতিত্বে বাদ মাগরিব জনাব রুবেল আহমদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। নযম পাঠ করেন জনাব সাইফুল ইসলাম। মসীহ্ মাওউদ দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন, সর্বজনাব মজিবর রহমান, লুৎফর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, ইমদাদুল হক হাসিম, মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম এবং মাওলানা জাফর আহমদ, মুবাশ্বের মুরব্বী ময়মনসিংহ জোন। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৮১ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ দিবসের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রকাশ থকে যে, বেশ কিছু অ-আহমদী ভাই বোন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

কটিয়াদী

গত ২৭ মার্চ ২০০৯ কটিয়াদী মসজিদে মসীহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এম, এ হান্নান সাহেবের সভাপতিত্বে বাদ জুমুআ অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন ক্বারী মোশাহিদুল ইসলাম, নযম পাঠ করেন জনাব খলিল আহমদ। অতঃপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর নানাদিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব খলিল আহমদ, মৌ. বশীর আহমদ, মোয়াল্লেম, নজরুল ইসলাম, ডাক্তার রূহুল আমীন, সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভাপতি সাহেব অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সর্বমোট ৪৫ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

চরসিন্দুর

গত ২৭ মার্চ ২০০৯ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চরসিন্দুরের উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে পালিত হয় মসীহ মাওউদ দিবস। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ফাহমিদা হোসেন জেনী, নযম পাঠ করেন বশীর আহমদ ও নাসের আহমদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রসূল প্রেম, তাঁর দাবীর সত্যতার প্রমাণ এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব এ, কে আনসারী, মোহাম্মদ ওয়াসিউজ্জামান, মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নাসের মাহমুদ কবীর। উক্ত দিবসে ৪৮ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

ঘাটুরা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার উদ্যোগে ২৩ মার্চ মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদাপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অনুষ্ঠিত এ মহান দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মুসা মিয়া। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও উর্দু নযম পাঠ করেন যথাক্রমে এস, এম আরমান এবং এস, এম ইব্রাহীম। অতঃপর নাযেম আতফাল সজীব আহমদ একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা এবং আশেকে রসূল (সা.) বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম ও এস এম রবিউল। সবশেষে সভাপতি সাহেব তার সমাপনী বক্তৃতায় মসীহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য উপস্থাপন করে সকল আহমদীকে সত্যিকার ইমাম মাহদী ও আহমদীয়াত প্রচারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। সভা শেষে উপস্থিত শতাধিক নারী পুরুষের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

(চলবে)

যথাযোগ্য মর্যাদায় সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

ডোহান্ডা

গত ২০/০৩/০৯ বাদ মাগরিব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা সভা স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মাওলানা রইস আহমদ, মুবাশ্বের মুরব্বী ও মৌ. মাহমুদ আহমদ আনসারী, মোয়াল্লেম। এতে উপস্থিত ছিলেন ২৬ জন আহমদী সদস্য/সদস্যা ও ৯ জন অ-আহমদী।

মাহমুদ আহমদ আনসারী

ঘাটুরা

গত ১২/০৩/০৯ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার উদ্যোগে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে (বাদ মাগরিব) অনুষ্ঠিত এ মহতী সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এস, এম ইরফান, অতঃপর বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম সেলিম, মহা নবীর জীবনী বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্থানীয় কায়েদ এবং নাযেম আতফাল সাহেব। সভায় মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণের জন্য উপস্থিত সদস্যদের নসিহত করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি করা হয়। সভা শেষে প্রায় ১০০ সদস্য সদস্যাকে মিষ্টি আপ্যায়ন করানো হয়।

মোহাম্মদ মুসা মিয়া

'লাজনা ইমাইল্লাহ্'-এর কর্মতৎপরতা

আহমদনগর

মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত ঃ গত ৩০/০৩/০৯ইং তারিখ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর এর উদ্যোগে জনাব শহীদ আহমদ সাহেবের বাড়িতে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। লাকী আহমেদ এর কুরআন তেলাওয়াত ও আমাতুল সামাদ তানিয়ার নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাল্যকাল নিয়ে আলোচনা করেন মিলা পাটোয়ারী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম এ বিষয়ে আলোচনা করেন সুফিয়া পারভীন। হযরত মসীহ্ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করেন লাকী আহমেদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনাদর্শের এক ঝলক উপস্থাপন করেন শিউলী বেগম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দয়াশীলতা এ বিষয়ে আলোচনা করেন মিসেস আফরোজা মতিন সাহেবা। উক্ত মসীহ্ মাওউদ দিবসে ২৫ জন লাজনা ও ৬ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দোয়া ও বিশেষ আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মিলা পাটোয়ারী

নাখালপাড়া, ঢাকা

মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা-নাখালপাড়া হালকা লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস গত ৩১/০৩/০৯ উদযাপিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মমিনা খাতুন। দোয়া পড়ান প্রধান অতিথি মোহতরমা রহিমা জাকির সাহেবা, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা।

এতে হাদীস পাঠ করেন রোজিনা ইয়াসমীন। মলফুযাত পাঠ করেন হালিমা কবির। নযম পাঠ করেন, আমাতুল সাফি ও সাদিয়া

রহমান সুকন্যা। মসীহ্ মাওউদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে বলেন, মিরপুর জামা'তের লাজনা মেহমান সাদেকা বেগম। এ পর্যায়ে নযম পাঠ করেন বুশরা আহমদ। বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিজয় সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন, মনোয়ারা বেগম। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা করেন, ফায়েজা শারমিন। সবশেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সভাপতি সাহেবা দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা নাসেরাতসহ মোট ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন।

সালমা আহমেদ

নূরনগর, ঈশ্বরদী

মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত ঃ লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর, ঈশ্বরদীর উদ্যোগে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। মুসলেহ মাওউদ (রা.) বাল্যজীবন, তাঁর কর্মময় জীবন এবং তাঁর খিলাফত কালীন অবদানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহ্ সদস্যগণ। পরিশেষে স্থানীয় জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রেসিডেন্ট সাহেবার বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। –মোসাম্মাৎ রওশন আরা

খুলনা

মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত ঃ গত ১৩/০৩/০৯ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন কোরায়েশা মাজেদ, প্রেসিডেন্ট-লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন রোজিনা শহীদ । দোয়া ও আহাদ পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা, নযম পেশ করেন জহুরা তাজনিন। মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন–মোহতরমা রওশন আরা রেখা, মোহতরমা আঞ্জুমনোয়ারা রাজ্জাক এবং মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আব্দুর রাজ্জাক, আমীর-আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনা। অতঃপর প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্র সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৪ জন লাজনা বোন উপস্থিত ছিলেন।

কোরায়েশা মাজেদ

মজলিস আনসরুল্লাহ্-এর কর্মতৎপরতা

ক্রোড়া

মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত ঃ গত ২২/০২/২০০৯ তারিখ রোজ রবিবার বেলা ৩ ঘটিকায় মজলিস লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার উদ্যোগে মোয়াল্লেম সাহেবের বাসায় মুসলেহ মাওউদ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। (আলহামদুলিল্লাহ্) এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন নার্গিস আক্তার, প্রেসিডেন্ট-লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়া। সর্বপ্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন ছাফিয়া বেগম, নযম পাঠ করেন শেমলি আক্তার। অনুষ্ঠানে হযরত মসলেহ মাওউদ (রা.) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন, নার্গিস আক্তার প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়া, তানভীয়া আক্তার (জেসি), মনিরা হক, উম্মে কুলসুম, নাঈমা আক্তার (লিপি) তানিয়া আক্তার (ময়না), নাদিরা আক্তার। এই অনুষ্ঠানে ২০ জন লাজনা ও ১০ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে মোয়াল্লেম সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

–শামসুন্নাহার কল্পনা

মিরপুর

মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত ঃ গত ০৬/০৩/০৯ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ মিরপুরের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন মিসেস মাহমুদা ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ মিরপুর। কুরআন তেলাওয়াত করেন সায়মা হোসেন ও হাদীস পাঠ করেন ফারিহা মাসুদ। নযম (কোরাস) পরিবেশন করেন আয়শা মাসুদ ও তার দল। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য এবং আমাদের করণীয় এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন ডা. পারভিন হাকীম আনোয়ার। তারপর মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন আমাতুস সামী। সমাপনি ভাষণে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করেন ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেবা। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন আয়শা আমীন।

মাহমুদা ইসলাম

খুলনা

বার্ষিক বনভোজন, হাকীকাতুল ওহী পুস্তকের ওপর আলোচনা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২১/০৩/০৯ইং তারিখ শনিবার কেন্দ্রীয় কর্মসূচী মোতাবেক মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনার বার্ষিক বনভোনজন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচী মোতাবেক সকাল ১০-০০ টায় সকল সদস্য আঞ্জুমান প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে(৫+৫)=১০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে রূপসা সেতু দেখতে যাওয়া হয়। এবং একই সাথে একটি তবলীগি কর্মসূচী পালন করা হয়। বিকাল ৩-০০ টায় সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত হাকীকাতুল ওহী পুস্তকের ওপর সেমিনার ও বিকাল ৫-০০ টায় মজলিসে আমেলার সকল সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে বনভোজনসহ অন্যান্য কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান

মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত ঃ গত ২০/০২/২০০৯ তারিখ বাদ জুমুআ কেন্দ্রীয় ক্যালেন্ডারের মাসিক কর্মসূচী মোতাবেক মজলিস আনসারুল্লাহ্ খুলনা কর্তৃক আয়োজিত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা খুলনার 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। খাকসারের সভাপতিত্বে উক্ত দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, নযম পাঠ করেন জনাব মুহাম্মদ ওমর আলী এবং আহাদ নামা পাঠ করান জেলা নাযেম জনাব আব্দুর রাজ্জাক। অতঃপর মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, ও তাঁর খিলাফত কাল ও দীর্ঘ কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনা করেন সর্বজানাব এস, এম আনসারুদ্দিন, মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ ও মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। সবশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভা শেষ হয়। সভায় মোট ২০ জন আনসার সদস্য ও ২ জন খোদ্দাম এবং ১১ জন লাজনা বোন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ শামসুর রহমান

ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ মার্চ ০৯ শুক্রবার রঘুনাথপুর বাগ জামা'তে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী কুইজ প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ইজতেমায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম ইনসান আলী ফফির সাহেব নায়েব সদর-৩। অত্র জামা'তের নতুন প্রজন্মকে খিলাফতের সাথে গভীর ভালবাসা ও আনুগত্যের সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ও খলীফাতুল মসীহ্র পাঁচজন খলীফার পরিচিতি তাঁদের সেবামূলক কর্মকান্ডের ওপর ৪৩ টি প্রশ্ন-উত্তর লিখে ছাপিয়ে দীর্ঘ ছয় মাস আগে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়। শুক্রবার বাদ জুমুআ এবং অন্য দিনে তরবিয়তী ক্লাসের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর শিক্ষা দেওয়া হয়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে এ বিষয়ে অবগত করানো হলে তিনি মেহেরবাণী পূর্বক আমাদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন এবং সদর মজলিস থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। খোদ্দাম, আতফাল, নাসেরাত ও লাজনা এই ৪টি সংগঠনের অর্থসহ নামায, দলগত কুইজ, একক মৌখিক পরীক্ষা, খেলাধূলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রায় ৫০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত থেকে দোয়ায় শামিল হন।

শাহ আলম খান

দোয়ার আবেদন

আমার কনিষ্ট পুত্র ক্যাপ্টেন সাব্বির হাসান (রাজিব) জাতিসংঘ শান্তি মিশনে দায়িত্ব পালনের জন্য কিছু দিনের মধ্যে লাইবেরীয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করবে, ইনশাআল্লাহ্। তার এই বিদেশ যাত্রা যেন নিরাপদ এবং কল্যাণময় হয় সেজন্য তিনি জামা'তের সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করছেন, উল্লেখ্য ক্যাপ্টেন সাব্বির হাসান আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সাবেক সেক্রেটারী মাল জনাব মরহুম কাশেম আলী খান সাহেবের বড় মেয়ের দ্বিতীয় ছেলে।

দোয়াপ্রার্থী
সৈয়দুজ্জামান

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা আয়োজিত মিলনমেলা-২০০৯ অনুষ্ঠিত

আনসারুল্লাহ্ ঢাকা আয়োজিত মিলনমেলার অংশ গ্রহণকারীদের দোয়া করতে দেখা যাচ্ছে

আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ ফযলে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা আয়োজিত মিলনমেলা-২০০৯ সুসম্পন্ন হয়েছে। বিগত ৩ বছরের ধারাবাহিকতায় ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসেই মিলনমেলা ২০০৯ এর দিনক্ষণ নির্ধারিত হয় এবং ভেন্যু নির্বাচন করা হয় ঐতিহাসিক সোনারগাঁও।

সকাল ৭.৩০ থেকেই মিলনমেলায় গমনেচ্ছুক সদস্যগণ দারুত তবলীগে আসতে শুরু করেন। সকাল ৮-৪২মিনিটে সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে মিলনমেলার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। খোদা তাআলার প্রশংসাগীত ও যিক্‌রে ইলাহীতে রত অবস্থায় এ কাফেলা সকাল ৯টায় সোনারগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে ১১.৩০ মিনিটে।

তিন দিক খোলা গাছগাছালি ঘেরা ছায়ানিবিড় একটি সুদৃশ্য বাড়ী। পাশেই মাঝারি আকারের পুকুর। এর পাড় ঘেঁষে সরু রাস্তা পাকা রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। তিনটি ঘরের একটি বাংলো আকৃতির চৌচালা টিনের ঘর যা আমাদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত। ঘরে বসার জন্য সোফা এবং এক পাশে গদি আকৃতির একটি বিছানা পাতা রয়েছে। এতে প্রয়োজনে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নেয়া যায়। মিলনমেলার জন্য ১ দিনের ভাড়া করা এই বাড়ীটি সব মিলিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও আরামদায়ক বলা চলে।

স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মিলনমেলার কার্যক্রম শুরু হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সাবেক যয়ীমে আলা ও নায়েব সদর মোহতরম শফিক আহমদ সাহেব। মোহতরম যয়ীমে আলা জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত সাহেব উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। জনাব হালিম আহমদ হাজারী সাহেবের কুরআন তেলাওয়াত ও মোহতরম এ.কে. রেজাউল করীম সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এরপর ব্যক্তিগত পরিচিতিপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এটি একটি খুবই চমৎকার পর্ব। এ পর্বে একে একে সবাই নিজ নাম, ঠিকানা, পেশা ও জামাতী পরিচিতি পেশ করেন। দুপুর ১-২০মিনিটে পরিচিতি পর্ব শেষ হয়।

অত:পর মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব ভ্রমণ বিষয়ে উৎসাহিত করে পবিত্র কুরআন করীমের শিক্ষা সম্বলিত আয়াত উদ্ধৃত করে অতীত জাতিগুলোর উত্থান-পতনের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে।

এরপর নামায যোহর আসর জমা ও কসর বাজামা'ত আদায় করা হয়। নামাযের পর খেলাধূলা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বে বালিশ পাসিং, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ ও ইন আউট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর খাওয়া দাওয়ার পালা। খাওয়া শেষে চা পরিবেশিত হয়।

এরপর প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখিত পুরস্কার এছাড়াও মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারী আতফালদেরও পুরস্কৃত করা হয়। পরিশেষে সম্মিলিত দোয়া। অত:পর দলবেধে লোকজ ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শনের পালা। প্রধান ফটকে দর্শনার্থীদের প্রচন্ড ভীড়ের চাপ। একে তো স্বাধীনতা দিবস, তার ওপর ভেতরে চলছে মাসব্যাপী হস্ত ও কারুশিল্প মেলা, সেই সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি। এসব কারণে মানুষের উপ্‌চেপড়া ভীড়। যাহোক, ভিতরে ঢুকতে সবাইকে দশ টাকার টিকেট কাটতে হয়। সব ঝামেলা চুকিয়ে এক এক করে সবাই ভেতরে ঢুকে যাদুঘর পরিদর্শন করেন। পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে সবকিছুই দেখা হলো, প্রকৃতির বিলিয়ে দেয়া অবারিত সৌন্দর্য উপভোগ করে সবাই মুগ্ধ হলো। রং-বেরঙের ফুল-সজ্জিত সুদৃশ্য বাগান, সুপরিকল্পিত অপ্রশস্ত রাস্তার দু'পাশ যেন মনের মাধুরী মিশানো দক্ষ শিল্পীর রঙ্গিন তুলির আঁচরে নিখুঁত আলপনা। ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টিকাড়া ফসলের মাঠ, দিকে দিকে সবুজ শ্যামলের হাতছানি। স্নিগ্ধ এ প্রকৃতি দেখে ইচ্ছে করে বলতে-

–হে চিরঞ্জীব, চির সুন্দরতম খোদা!
বিশ্ব চরাচরে সকল সুন্দরের রূপকার তুমি!
এ পৃথিবীকে, প্রিয় এ দেশকে সাজিয়েছো মনের মত করে,
স্বীয় সৃষ্টিতে মিশে একাকার তব জ্যোতি,
যেদিকে তাকাই তোমাকেই শুধু দেখি,
তোমারই সুন্দর মুখভাতি!!

সুন্দর এই মুহূর্তগুলো স্মরণীয় করে রাখতে লেকের ধারে ও বিভিন্ন স্পটে কখনও একাকী-কখনও বা জড়ো হয়ে গ্রুপ ছবি তোলা হয়।

গোধূলীলগ্নে ফিরতি যাত্রা। এক এক করে সবাই এসে বাসে উঠলো। যাদের অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় এবারের মিলনমেলা সার্বিকভাবে সফলতা লাভ করেছে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

মোহাম্মদ আবু তাহের দুলাল

এপক্ষের কৃষি

১ ৬এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল'০৯
৩ বৈশাখ হতে ১৭ বৈশাখ ।

চাষী ভাই, আধুনিক কৃষির ভিশন হলো কৃষিকে লাভ জনক শিল্পে প্রতিষ্ঠিত করা।

এপক্ষকালে **নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করতে পারেন।**

১) রোরো চাষঃ-

এ পক্ষকালে সব প্লটে কাইচ থোর এসে যাবে এবং অধিকাংশ প্লটে শীষ বেড় হবে। এপক্ষকালে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করবেন না। এখন বৈশাখ মাস । শুকনো মৌসুম শুরু হয়েছে। আপনার খেতে এখন পর্যাপ্ত সেচ প্রয়োজন । ফসলের এ অবস্থায় সেচের প্রয়োজনীয়ত খুব বেশী। বৃষ্টি না হলে শীষ বেড় হওয়া পর্যন্ত পর্যাপ্ত সেচ দিন।

ক) খেত আগাছা মুক্ত রাখুন। শীষ বেড় হওয়ার সময় আগাছা পরিস্কার বন্ধ রাখুন।

খ) শীষ বেড় হওয়া পর্যন্ত পর্যাপ্ত সেচ দিন।গ) খেতের আইল ফেটে/ভেঙ্গে গেলে বেধে দিন।

ঙ) রোগ বালাই দমনে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করুন।

চ) প্রয়োজনে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা /খাকসারের সাথে আলোচনা করুন।

বিঃ দ্রঃ- ফসলের এঅবস্থায় খেতে বাদামী গাছফরিং এর আক্রমণ হতে পারে। এই পোকা বাচ্চা এবং পূর্ণ বয়স্ক দুই অবস্থাতে গাছের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা গাছের গোড়ায় বসে গাছের রস শুষে খায় । ফলে গাছ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আক্রমনের স্থানথেকে চতুর্দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাজপোড়া অবস্থার সৃষ্টি করে। ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত কাজগুলি নিয়মিত করুন।

* নিয়মিত গছের গোড়া পর্যবেক্ষণ করুন।

* জমিতে এ পোকার সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে জমি কয়েকদিন শুকিয়ে নিন।

* জমিতে গড়ে প্রতি কুশিতে ১.৫ টি বাচ্চা বা পূর্ণবয়স্ক গর্ভবতী পোকা থাকলে অনুমোদিত হারে ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল)/ডায়াজিনন(৬০ তরল)কীট নাশক প্রয়োগ করুন। কীট নাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

২) আউশ চাষ :-

(ক) বোনা আউশ চাষঃ- এপক্ষকালে ও বিআর-৩,২১,২৬ ও ২৭ জাতের বোনা আউশ চাষ করা যাবে। বোনা আউশ চাষ করতে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। প্রতি একরে *টিএসপি-৩৬ কেজি, * এমওপি - ২৮ কেজি, * ইউরিয়া-১৭ কেজি, * জিপসাম ২৪ কেজি, * জিংসালফেট-৪ কেজি।

(খ) রোপা আউশ চাষঃ-

এপক্ষকাল বীজ তলা করার উত্তম সময়। এপক্ষকালে বীজ সম্পন্ন করুন। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা এপক্ষকালে জমিতে জোয়ারের পানি এসে যাবে । জমিতে পানি আসার সাথে সাথে দেরী না করে বীজ তলা তৈরী করতে হবে। ২৫ দিনের চারা রোপন করুন । চারা তোলার সময় বীজ তলা ভাল করে ভিজিয়ে নিতে হবে। আউশ মৌসুমে আপনি বিআর-৩,১৪,২১, এবং ব্রি ধান-২৭ জাত চাষ করতে পারেন। বিএডিসি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র এবং বীজ ডিলারের নিকট বীজ পাবেন।

৩) পাট চাষঃ-

এ পক্ষকালে বৃষ্টি হলে আপনি তোষা জাতের পাট বীজ বপন করতে পারেন। আমাদের দেশে প্রধানত ২ প্রকারের পাট চাষ করা হয়ে থাকে। (১) দেশী সবুজ পাট ,(২) তোষা পাট। চাষী ভাই উচ্চ ফলনশীল দেশী সবুজ পাটের সিভিএল-১ জাত এবং তোষা পাটের ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ জাত চাষ করুন। বিএডিসি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র এবং বীজ ডিলারের নিকট বীজ পাবেন। এপক্ষকালে দেশী জাতের পাট বীজ বপন শেষ করুন।

শাক খাওয়ার জন্য বিনা পাটশাক-১ জাতের পাট চাষ করতে পারেন।

বিঃদ্রঃ- পাট চাষে একর প্রতি নিম্নোক্ত হারে ও পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করুনঃ-

ইউরিয়া-৮০ কেজি, টিএসপি-২০ কেজি, এমওপি-২৪ কেজি , জিপসাম-৪০ কেজি , জিংক-৭ কেজি (প্রয়োজনে) সারের অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সব শেষ চাষে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটিতে ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পরে নিড়ানি দিয়ে আগাছামুক্ত করে বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে মাটিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪) গম চাষঃ

এ পক্ষকাল গম কাটার উত্তম সময় । এপক্ষকালে সকল খেতের গম পেকে যাবে। চাষী ভাই ৮০% ভাগ পাকলে শীষ খড়ের রং ধারন করে । শীষ শুকিয়ে বাঁকা হলে রৌদ্র উজ্জল দিনে গম কেটে ঘরে তুলুন। গম পাকলে কাটতে দেরী করবেন না। যে কোন সময় প্রাকৃতিক দূর্যোগে আপনার পাকা গম নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বিঃদ্রঃ- বীজ রাখার জন্য প্লট আলাদা করুন। বীজ ফসল কাটার পর পরই রৌদ্রে ভাল করে শুকিয়ে দুপুরের দিকে মাড়াই করুন।

* মাড়াই করার পর ১২% আর্দ্রতায় বীজ শুকাতে হবে।

* শুকানোর পর ভাল করে বীজ পরিস্কার করতে হবে।

* চালনা দিয়ে চালাই করে ছোট দানা আলাদা করতে হবে।

* শুকানোর পর বায়ুনিরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করুন।

* ড্রামে বীজ সংরক্ষণ করুন।

* যখন বীজ রাখা হবে তখন পাত্রটি সম্পূর্ণ ভর্তী করে রাখুন।

৫) ভূট্টা চাষ :-

(ক) রবি ভূট্টা এ পক্ষকাল এর শেষে পাকতে শুরু করবে। শত করা ৮০% ভাগ পাকলে মোচা সংগ্রহ করুন। গাছ থেকে মোচার খোসা ছাড়িয়ে শুধু মোচা সংগ্রহ করুন। মোচা সংগ্রহের পর চাটাই অথবা ত্রিপলের ওপর ৩-৪ দিন ভাল করে শুকিয়ে মাড়াই মেশিনে সাহায্যে ভূট্টা ছাড়িয়ে নিন। মাড়াইয়ের পর ১০% আর্দ্রতায় শুকিয়ে ভাল করে পরিস্কার করে সংরক্ষণ করুন।

(খ) চাষী ভাই যে সকল প্লটে খরিফ ভূট্টা চাষ করেছেন সে সকল প্লটে নিম্নোক্ত নিয়মে সেচ দিন এবং সার উপরি প্রয়োগ করুন। বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথম সেচ দিন। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিন । চারার গজানোর ২৫-৩০ দিন পর প্রথম কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করুন।

৬) তিল চাষ:-

এ পক্ষকালে তিল চাষ করবেন না। চারা গজানোর ২৫-৩০ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার সময় প্রয়োজনে সেচ দিন। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করুন। যদি বৃষ্টি না হয় তা'হলে সেচ দিন।

৭) কলা চাষ:- কলা বার মাস চাষ করা যায়। চারা রোপনের ১০-১৩ মাসের মধ্যে সব জাতের কলা পরিপক্ক হয়ে থাকে। অতিরিক্ত বর্ষা এবং শীত ছাড়া যেকোন সময় কলা চাষ করা যায় । সাধারনত বৎসরে তিন মৌসুমে চারা রোপন করা যায়। তবে আশ্বিন-কার্তিক মাস হলো কল চাষের উত্তম মৌসুম। কলা চার রোপনের বৎসরের তৃতীয় মৌসুম চলছে। যেসকল চাষী ভাই কলা চারা রোপন করতে পারেন নাই তারা এপক্ষে কলা চারা রোপন করতে পারেন।

কলার চারা সংগ্রহের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখবেন:-

* তিনমাস বয়স্ক সুস্থ সবল তেউর রোগমুক্ত বাগান থেকে তেউর সংগ্রহ করতে হবে।

* অসি তেউড় সংগ্রহ করুন।

শুষ্ক মৌসুম শুরু হয়েছে। তাই পূর্বের মৌসুমে রোপনকৃত বাগানে ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিন। নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্ধারিত হারে উপরি প্রয়োগ করুন। কলা বাগান আগাছা মুক্ত রাখুন। মোচা আসার পূর্বে গাছের গোড়ায় কোন তেউড় বেড়ে উঠতে দিবেন না।

বি:দ্র:- কলাগাছের পাতায় বিটল পোকার আক্রমন হতে পারে। এ পোকা কচি পাতা এবং কচি কলার সবুজ অংশ চেচে খায় । এ পোকা দেখার সাথে সাথে কীটনাশক ডায়াজিনন(৬০ তরল)/মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি নির্ধারিত হারে এবং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করুন। প্রয়োজনে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা /খাকসারের সাথে আলোচনা করুন।

৮) গ্রীষ্মকালীন সব্জি:-

এ পক্ষকালেও ঢেঁরস চাষ করতে পারেন। এ পক্ষকালে বেগুন ও শশার বীজ তলায় বীজ বপন শেষ করুন। এছাড়া এ পক্ষকালে চাল কুমড়া , চিচিঙ্গা , ঝিঙ্গা, করলা , বরবটি, ডাঁটা, পুঁই শাক চাষ করুন। এপক্ষকালে সজিনার ডাল রোপন করুন। ভাল বীজে ভাল ফসল । তাই ভল বীজ ব্যবহার করুন। বিএডিসি, বীজ বিক্রয় কেন্দ্র অথবা বীজ ডিলার / অন্য যেকোন বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভাল সব্জি বীজ সংগ্রহ করুন।

ইতো পূর্বে চাষকৃত গ্রীষ্মকালীন সব্জির যত্ন নিন প্রয়োজনে মাচা ও বেড়া দিন । শুস্ক মৌসুম শুরু হয়েছে। তাই ভাল ফলনের জন্য ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিন। দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা আগামী মৌসুমে সীম লাগানোর জন্য কান্দি অথবা উঁচু স্থানে মাদা তৈরী করুন জৈব সার মাটির সাথে মিশিয়ে মাদা ভর্তী করে রাখুন।

৯) অন্যান্য গাছ রোপন:-

প্রতিটি বাড়ীতে /প্রতিটি পরিবারের বাতাবি লেবু , কুল, লেবু, সুপারি, আম, পেয়ারা, জামরুল গাছ থাকা প্রয়োজন। এথেকে আপনি শরীরের জন্য পুষ্টি পাবেন । একই সাথে বাড়তি আয়ের উৎস হবে।এপক্ষকালে উপরোক্ত গাছ লাগানোর স্থান নির্বাচন করে গর্ত করুন। গর্তে জৈব সার সহ নির্ধারিত মাত্রায় অন্যান্য সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত পূরণ করে রাখুন।

নিষ্কাশন সবিধাযুক্ত জমিতে এপক্ষকালে আনারস এবং পেঁপে চাষ করুন।

কৃষি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কৃষিতে প্রতিটি চাষী পরিবারে প্রতিনিয়ত কাজ থাকে। সময়ের কাজ সময়ে করুন। অধিক লাভবান হউন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আ:মু: জামা'ত, বাংলাদেশ।

শুভ বিবাহ

* গত ০৭/০৩/২০০৯ ইং তারিখে নাসরীন সুলতানা (নিপা), পিতা-মোহাম্মদ ইস্কান্দার আলী, ৭২, এস, এম, খালেদ রোড, উত্তর আসকার দিঘীরপাড়, চট্টগ্রাম এর সাথে জনাব শিমরান মির্জা, পিতা-জনাব মির্জা মোহাম্মদ আলী, বক্কর ম্যানসন, পারসিভিল হিল, কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম এর বিবাহ ৩,০০,০০১/- (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৭৪/০৯

* গত ১৩/০৩/২০০৯ ইং তারিখে মুসাম্মত চম্পা পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ শহীদ সানা, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা এর সাথে মোহাম্মদ শাহিনুর সরদার, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সরদার, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা এর বিবাহ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৭৫/০৯

* গত ১৩/০৩/২০০৯ ইং তারিখে মোছাঃ সেলিনা আহমেদ, পিতা-আব্দুল কাদের আহমেদ, গ্রাম-তাজহাট, পোঃ মাহিগঞ্জ, থানা-কতোয়ালী, জেলা-রংপুর এর সাথে মোহাম্মদ মতিউর রহমান মাসউদ, পিতা-আব্দুর রহমান, গ্রাম-পশ্চিম বালিয়াপাড়া, শ্রীপুর, গাজীপুর এর বিবাহ ৭২,০০১/- (বাহাত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৭৬/০৯

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!!

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে, প্রকাশিত বইসমূহের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

- ইসলামী নীতি দর্শন
- কিশতিয়ে নূহ
- আল ওসীয়্যত
- নিশানে আসমানী
- সিররুল খিলাফা
- খৃষ্টান সিরাজউদ্দিনের ৪টি প্রশ্নের উত্তর
- জরুরতুল ইমাম
- লেকচার লুধিয়ানা
- ইসলাম ও এদেশের অন্যান্য ধর্মমত
- (লেকচার লাহোর)
- লেকচার শিয়ালকোট
- রাযে হাকিকত
- হাকীকাতুল মাহদী
- পয়গামে সুলেহ
- ফতেহ ইসলাম
- মসীহ্ হিন্দুস্থান মে
- কিভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়
- একটি ভুল সংশোধন
- বারাকাতুদদোয়া
- রোয়েদাদ জলসা দোয়া
- আহ্বান
- আমাদের শিক্ষা
- হাকীকাতুল ওহী
- নুরুল কুরআন
- প্যাকেজ [বাংলায় অনুবাদকৃত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বই সমূহ]
- আল্লাহর নামে নরহত্যা
- বিশ্ব শান্তি
- নামাযের গুরুত্ব
- তবলীগে হেদায়াত
- নবীনেতা
- উটে চড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ
- তরবীয়তে আওলাদ
- আহমদীরা কি সত্যিকার মুসলমান নয়?
- একজন আদর্শ আহমদী
- আদর্শ জননী
- শিশু পালন
- নিসাব ওয়াকফে নও (শিশু)
- রসূলে আযম (সা.) -এর জ্যোতির্ময় গৌরব ও মহিমা
- ইনকিলাবে হাকীকি
- আহমদীয়াত
- অযথা বিভ্রান্তি
- জীবন্ত ধর্মে যুগ ইমাম
- জযবাতুল হক্ব
- সালাত / ইসলামী নামাজ শিক্ষা
- আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলী
- মুফতী নূরানীর মিথ্যাচার ও আমাদের চ্যালেঞ্জ
- ফতোয়াবাজীর অন্তরালে
- সিরাত হযরত আম্মাজান
- কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ
- আহমদীয়াত বিশ্বকে কি দিয়েছে?
- ইয়াসারনাল কুরআন
- আল কুরআনের অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য
- মহা সুসংবাদ
- উম্মতি নবী
- ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন
- খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ
- দোয়াইয়্যাহ খাজায়েন
- সুরা ফাতেহা ও আমপারা
- মা আমার মা
- মাহযারনামা (বাংলা)
- কুরআন ও জীবন
- সীরাত সুলতানুল কলম
- তাহরীকে ওয়াকফে নও
- নিসাব ওয়াকফে নও (কিশোর)
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৭ মে ভাষন
- হযরত মৌলভী নুরুদ্দিন (রা.)
- মার্ডার ইন দ্যা নেম অফ আল্লাহ (ইংলিশ)
- মুহাম্মাদ (সা:) সিল অফ দ্যা প্রফেট (ইংলিশ)
- ইসলাম রেসপন্স টু দ্যা কন্টেম্পরারী ইস্যুস (ইংলিশ)
- রিসটোরিং ওয়ার্ল্ড পিস (ইংলিশ)
- ইসলাম ইস এ পিসফুল রিলিজিয়ন (ইংলিশ)
- আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটি (ইংলিশ)
- জিহাদ দি ট্রু ইসলামিক কন্সেপ্ট (ইংলিশ)
- পাক্ষিক আহমদী
- বিষয় ভিত্তিক হাদীস
- মিনহাজুত্তালেবীন
- হাদীসুল মাহদী
- আল্লামা জিলুর রহমান
- ইসলামে মানবাধিকার
- হায়াতে তাইয়েবা-১ম খন্ড
- নবুয়ত ও খিলাফত

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন ঃ
ইশায়া'ত বিভাগ (লাইব্রেরী)
মোবাইল নং- ০১৭৩৬-১২৪৭০৪,
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

সংকলন ও উপস্থাপনাঃ এম,আহমদ

ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে আনার বিষয়ে ১৮টি মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে আনার বিষয়ে ১৮টি মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিতভাবে মতামত দিতে হবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও এইচএসসির পরীক্ষার কথা বিবেচনা করে আগামী ২৮মের আগে তা বাস্তবায়ন করা হবে না। এ নিয়ম করার মাধ্যমে যদি এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎও সাশ্রয় হয় তাই আমাদের লাভ। সম্প্রতি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে বিইআরসি। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পৃথিবীর প্রায় ৭০টি দেশে দিনের আলো সংরক্ষণ সময় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সন্ধ্যার পিক পিরিয়ডে ৫শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করেছে। আগামী ১জুন থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হতে পারে বলে সূত্র জানায়। (আমাদের সময়,৬/০৪/০৯)

যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ সন্তানকে হত্যার পর পিতার আত্মহত্যা

সাধারণত বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর পরিবারে সংসারের অভাবের কারণে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং সন্তান সহ মা, বাবার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মত সমৃদ্ধশালী দেশে এবার ৩৫বছর বয়সী এক ব্যক্তির পাঁচ সন্তানসহ আত্মহননের ঘটনা ঘটল, যা বিস্ময়কর। মার্কিন সংবাদ সংস্থা উল্লেখ করে যে, জনৈক ব্যক্তি তার ভ্রাম্যমান বাড়িতে ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী ৪ মেয়ে ও ১ ছেলেসহ সে পর্যায়ক্রমে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছে। এদের মধ্যে ৪ জনকে শোবার ঘরে এবং অন্যজনকে বাথরুমে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তির লাশ তার বাড়ি থেকে ৩২ কি.মি. দূরে গাড়িতে পাওয়া যায়। ঘটনার সময় তার স্ত্রী ঘরে ছিল না বলে জানা যায়।

(আমাদের সময়,৬/০৪/০৯)

পিলখানা হত্যাকান্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে:প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পিলখানা হত্যাকা- জড়িতদের দ্রুত বিচারের পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে, যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির দুঃসাহস কেউ দেখাতে না পারে। গতকাল প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়ে এক সভায় একথা বলেন।

(আমাদের সময়,২/০৪/০৯)

ধ্যান ও নামাজের বিরুদ্ধে কথা বলে মুজাহিদ 'মুরতাদ' হয়েছেন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ধ্যান ও নামাজের বিরুদ্ধে কথা বলে 'মুরতাদ' হয়েছেন এবং তার দল এই বক্তব্য সমর্থন করায় জামায়াতও মুরতাদ হয়েছে বলে দাবি করেছে আঞ্জুমানে আল বাইয়্যিনাত, বাংলাদেশ।

(আমাদের সময়,৫/০৪/০৯)

পরিবারের বন্ধন অটুট রাখে মেয়েরা

পরিবারের শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে বড় ভূমিকা রাখে মেয়েরা। বোনদের সঙ্গে বেড়ে ওঠা ছেলেরা সুখী হয় এবং তাদের আচরণে ভারসাম্য বজায় থাকে। মেয়ে আছে, এমন পরিবারের সদস্যরা প্রাণখোলা হয়। যে কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে তারা। ব্রিটেনে এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশেষ করে পরিবারের অভিভাবকদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হলে মেয়েরা পরিবারে স্বস্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে ছেলেরা আরো হতাশা ছড়ায়। আলষ্টার ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলেছেন, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার ক্ষেত্রে আবেগ প্রকাশের বিষয়টি গুরত্বপূর্ণ। মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময়ের একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলে এবং এর মাধ্যমে পরিবারে ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

(সমকাল,৩/০৪/০৯)

গ্যাসের চুলার আগুনে দগ্ধ ১১ জনের মধ্যে মারা গেছেন দু'জন

ঢাকার কেরানীগঞ্জের একটি ফ্ল্যাটে অসাবধানতাবশত খোলা রাখা চুলার গ্যাসের আগুনে আহত একই পরিবারের ১১ সদস্যের মধ্যে দু'জন মারা গেছেন। দগ্ধ দু'জনের অবস্থার উন্নতি হলেও বাকি সাত জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। (সমকাল, ০৩/০৪/০৯)

বিশ্বের সবচে দামি বক্তা ব্লেয়ার

সাবেক ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বিশ্বের সবচে দামি বক্তা। ১০ নম্বর ডাইনিং স্ট্রিট ছেড়ে আসার পর গত দু'বছরে তিনি বক্তৃতা দিয়েই ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড আয় করেছেন। সম্প্রতি তিনি ফিলিপাইনের অ্যান্টনিও দ্যা ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াই ঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে তিনি ৪ লাখ পাউন্ড পেয়েছেন। পিএলডিটি নামের একটি টেলিকম কোম্পানি এই অর্থের যোগান দিয়েছে বলে 'দ্য সানডে টাইমস্' জানিয়েছে। ব্লেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দ্য লিডার এস ন্যাশন বিল্ডার ইন এ টাইমস্ অব গ্লোবালাইজেশন' এর ওপর তার বক্তব্য প্রদান করেন। এজন্য তাকে ১ লাখ ৮২ হাজার পাউন্ড দেয়া হয়। এছড়াও একটি বিলাসবহুল হোটেলে 'দ্য লিডার এস প্রিন্সিপালড নেগোসিয়েটর' শিরোনামে বক্তৃতা দেবার জন্যও তাকে মোটা অংকের সম্মানি দেয়া হয়েছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তার প্রতি বক্তৃতার জন্য দেড় লাখ পাউন্ড নেন। ব্লেয়ারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তার বিশ্লেষণাত্তক ও গবেষণামূলক বক্তৃতা উপস্থাপনের জন্যই তার দাম একটু বেশি।

(বিবিসি, ০৫/০৪/০৯)

কওমি মাদ্রাসা নিয়ে উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র, নজরদারি শুরু করেছে সরকার

কওমি মাদ্রাসার কার্যক্রম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস। এসব মাদ্রাসায় কী শিক্ষা দেয়া হয়, কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগাযোগ আছে কিনা সে বিষয়ে সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে তারা। (সমকাল, ০১/০৪/০৯)

জঙ্গি অর্থায়ন ॥ সন্দেহের তালিকায় ৩০ এনজিও

গত ৫ বছরে বিভিন্ন খাতে ৫শ কোটি টাকার বেশি অর্থ ছাড় দিয়েছে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, মোট ১৫ খাতে অর্থ ছাড় করে তারা। ব্যুরোর তালিকাভুক্ত দেশী বিদেশী বিভিন্ন এনজিও সংস্থা অর্থ সংগ্রহ করে। ১৫ খাতের মধ্যে অন্যতম ধর্মীয় খাত। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ধর্মীয় খাতে ১০৪ কোটি ২৪ লাখ টাকা অর্থ ছাড় করেছে ব্যুরো। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী এনজিও সংগঠন ৭৮ হাজারের কিছু বেশি। এর মধ্যে জঙ্গি অর্থায়নের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে সরকারের সন্দেহের তালিকায় আছে ৩০টির বেশি এনজিও। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন শাখা সূত্রে জানা গেছে।

(জনকণ্ঠ, ০৭/০৪/০৯)

بسم الله الرحمن الرحيم
আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।
ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
www.ahmadiyyabangla.org
পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও তাঁর সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অন্যান্য বিষয়বস্তু
পড়ুন
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা
অমূল্য পুস্তকাদি
অমূল্য প্রবন্ধ
পাক্ষিক আহমদী
অন্যান্য প্রকাশনা
শুনুন
ঈমান উদ্দীপক বাংলা হামদ্, নাত ও অন্যান্য বাংলা নযম/কবিতা
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)
দেখুন
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)
আপনাদের দোয়া ও মূল্যবান মতামতের মাধ্যমে এ মহতী উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করুন
মতামত পাঠানোর ঠিকানা: info@ahmadiyyabangla.org
আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি

Saroware Mahmud
Managing Partner
SOFTVILL
SoftVill
Perfect
Solution
Shop # 716, Multiplan Centre, Level # 7
New Elephant Road, Dhaka-1208, 01670-853696, 01713097438

COMPLETE VIEW OF
ADVANCED INDOOR
OUTDOOR SIGNAGE
& POP SYSTEMS
HSBC
TOYOTA
BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A,Chittagong.
Tel: 683555
HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com
SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com